গাজার স্কুলে ২০০০ পাউন্ডের বোমা ফেলে শতাধিক মানুষ হত্যা

সারে-জমিন

ডাক্তার খুনে শাস্তি চেয়ে মোমবাতি মিছিল ইমামদের

রূপসী বাংলা

শেখ হাসিনার পরিণতি থেকে কি দিল্লি শিক্ষা নেবে

সম্পাদকীয়

জলের তলায় অস্থায়ী রাস্তা, ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১২ আগস্ট, ২০২৪
২৭ শ্রাবণ ১৪৩১
৬ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

নীরজের মা আমারও মা, বললেন পাক সোনজয়ী আরশাদ

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 218 ■ Daily APONZONE ■ 12 August 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

ওড়িশায় এ রাজ্যের ফেরিওয়ালাদের নিগ্রহ, মুখ্যমন্ত্রী মাঝিকে ফোন মমতা

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা এখন বিজেপি শাসিত। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের খবরের রেশ পড়ল ওড়িশায়। যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে রাজ্যে ফেরি করতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে। ওড়িশায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটির জেলার মুসলিম ফেরিওয়ালাকে মারধর ও নিগ্রহের দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। (ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আপনজন।) পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে ওড়িশার নয়া মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির সঙ্গে কথা বলতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিকে ফোন করে রাজ্যের শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনা খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাকে এই ধরনের বেশ কয়েকটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মানুষ ওড়িশায় কাজ করতে গিয়েছেন। বাংলাদেশি সন্দেহে স্থানীয়রা তাদের মারধর ও নির্যাতন করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িশায় থাকা রাজ্যের শ্রমিকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার কথা বলেন। সেই সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্যে জানান, তারা যেন নিজ রাজ্যে ফিরে রাজ্য সরকারের পরিযায়ী শ্রমিকদের নানা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, শনিবারই ওড়িশার খাদগিরি থানার ডুমুডুমা রহমদ এলাকার একটি ঘটনা প্রথম প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওতে পশ্চিমবাংলা থেকে যাওয়া মুসলিম ফেরিওয়ালাদের নিগ্রহ করতে দেখা যায়। একই রকম ঘটনা ঘটে আলুগাদি, পানপাদার কাছে এইমস, ইনফোসিটি থানার শিখর চণ্ডিতেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা যায় বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা এক কাপড়ের ফেরিওয়ালা সাইকেলে করে কাপড় ফেরি করছিলেন। সেসময় বেশ কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরে বাংলাদেশি তকমা দেয়। তারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অত্যাচারিতর কথা শোনায়। বলে তোমরা বাংলাদেশে অত্যাচার করছ সেই সময় ওই কাপড়ের ফেরিওয়ালা জানান, তার আধার কার্ড আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা। তখন তারা তা স্বীকার করে বলে, মানছি তোমরা বাংলাদেশি নও, তোমাদের আধার কার্ড আছে। ‘মমতা বুড়ি’ তোমাদের করে দিয়েছে। যদিও নলহাটির ওই ফেরিওয়ালা জানান, প্রায় কুড়ি বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছেন। তাদের বাপ ঠাকুরদারা সবাই পশ্চিমবাংলার। তাকে অবিলম্বে ওড়িশা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয় বলে অভিযোগ।

অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মুহাম্মদ আবুল কাশেম নামে এক প্লাস্টিক দ্রব্যের ফেরিওয়ালাকে মারধর করতে। তারা বাংলাদেশে ‘হিন্দুদের’ উপর অত্যাচার করা হচ্ছে কেন প্রশ্ন তোলে। আবুল কাশেম তার আধার কার্ড দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন তারা ফেরিওয়ালা মাত্র। ভিডিওর দেখা মেলা আধারকার্ড অনুযায়ী মুহাম্মদ আবুল কাশেমের বাড়ি মালদার কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের যদুপুরের কাশিমনগর গ্রামে। পিতার নাম হাবিবুদ্দিন। তারা প্রায় আটজন ফেরি করতে যান ওড়িশায়। সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রি করে থাকেন। কাশেমের সাইকেল থামিয়ে তার আধার কার্ড দেখে তা বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জিকে দায়ী করেন। মমতাকে তারা ‘মমতা বুড়ি’ বলে কটাক্ষ করেন। তারপর তারা কাশেমের কাছে জানতে চায়, কত জন তারা এসেছে। উত্তর পেয়ে সাফ হুঁশিয়ারি দেয়, তাড়াতাড়ি ওড়িশা ছেড়ে চলে যাও। তারপর আধার কার্ডে থাকা ঠিকানা পড়েও তারা বাংলাদেশি কিনা জিজ্ঞেস করে। কাশেম জানিয়ে দেন তারা বাংলাদেশি নন, মালদার বাসিন্দা। তবে বাড়ি যাবেন জানতে চায় তারা। কাশেম জানান, মঙ্গলবার সরাসরি গাড়ি। কলকাতা থেকে তাদের যেতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে মালদা যেতে।

অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায় ছোট বাইকে করে কাপড় ফেরি করতে যাওয়া এক যুবককে বেশ কয়েকজন ঘিরে ধরে জিজ্ঞেসবাদ করছে। তারপর হিন্দুদের উপর বাংলাদেশে অত্যাচার করা হচ্ছে কেন প্রশ্ন তুলে তাকে চড় মারতে থাকে। তাই দেখে তার সঙ্গীরাও যুবকটির বাইকটি লাঠি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। ওই ভিডিওর চ্যাটে উল্লেখ করা হয় ছেলেটির বাড়ি মুর্শিদাবাদে।

আরও, একটি ভিডিওতে বাইকে করে স্টিলের হাঁড়ি, বাসন ফেরি করতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলিম ফেরিওয়ালাকে রাস্তার মাঝে ধরে হেনস্থা করা হয়। প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় তার বাইকের নম্বর প্লেট কোথায়। সেটি দেখানো হলে জিজ্ঞেস করে চোরাই বাইক নয় তো। সেই সঙ্গে বাইকের কাগজ দেখাতে বলা হয়। ফেরিওয়ালা উত্তর দেন, চোরাই বাইক নয়, তার নিজের। কাগজ ঘরে রাখা আছে। চাইলে এনে দেখাতে পারি। তবুও তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি তারা। ওড়িশা ছাড়ার কথা বলে ফেরিওয়ালাটিকে কান ধরতে বলে। ভয়ে কান ধরে তবেই নিস্তার পান ওই ফেরিওয়ালা।

অপরদিকে, ওড়িশার ভদ্রকে মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে যাওয়া পরিযায়ী মুসলিম শ্রমিকরা আক্রান্ত হওয়ায় তারা সেখানে ঘরবন্দি। ঘরবন্দি অবস্থায় ফেসবুকে তাদেরকে উদ্ধার করে সুতির বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তারা।

তবে, ওড়িশায় ফেরি করতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিগ্রহ করা আরও কিছু ভিডিও সোশ্যাল ঘোরাফেরা করলেও তার সত্যতা যাচাই করেনি আপনজন। ওড়িশায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ফেরিওয়ালাদের নিগ্রহের খবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছে যাওয়ায় এবং তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করায় নড়ে চড়ে বসেছে ওড়িশা পুলিশ। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ভুবনেশ্বরের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ এই বিষয়টি নিয়ে সেখানকার নাগিরকদের সতর্ক করেছেন। তার দাবি, পুলিশ সব থানার উপর নজর রাখছে। কোথাও এই ধরনের ঘটনা নজরে এলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনিও জানিয়েছেন কোনওভাবে আইন হাতে তুলে নিলে, তা মেনে নেওয়া হবে না। সাধারণ মানুষকেও আইন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

ওড়িশায় গৃহসামগ্রী ফেরি করা মুর্শিদাবাদ থেকে যাওয়া কিশোরকে মারধর করা হচ্ছে। ভাঙচুর করা হয় তার বাইকে রাখা সামগ্রীতেও।

ওড়িশায় প্লাস্টিকের সামগ্রী ফেরি করতে মালদার কালিয়াচকের যদুপুরের কাশিনগর গ্রাম থেকে যাওয়া মুহাম্মদ আবুল কাশেমকে বাংলাদেশি বলে হেনস্থা করা হয়। আধার কার্ড দেখিয়ে রেহাই পেলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কটু কথা বলা হয়। তারপর দ্রুত ট্রেন ধরে ওড়িশা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওড়িশায় বীরভূমের নলহাটিতে থেকে যাওয়া কাপড়ের ফেরিওয়ালাকে নিগ্রহ করার পর রাজ্য ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওড়িশায় ফেরি করতে যাওয়া মুর্শিদাবাদের যুবককে বাংলাদেশি তকমা। আধার কার্ড দেখানোর পর কান ধরলে তবেই ছাড়া হয়।

ওড়িশার ভদ্রকে নিগ্রহের শিকার মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা। আক্রান্তের পর ভদ্রকে ঘরবিন্দ অবস্থায় উদ্ধারের আর্জি জানান সোশ্যাল মিডিয়ায়।

পরিষেবা ব্যাহত হাসপাতালে, ৪ দফা দাবি জুনিয়র ডাক্তারদের

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যায় দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে রবিবার তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। যার প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলিতে।

বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার, হাউস স্টাফ এবং স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীরাও (পিজিটি) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তাদের নিরাপত্তার দাবি জানান। তারা কেউই রবিবার কাজে যোগ দেননি,। এর ফলে বিভিন্ন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ রোগীদের পরিষেবা দিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। শুক্রবার সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয় স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থী এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বিক্ষোভ শুরু হয়। শনিবার কলকাতা পুলিশের এক সিভিল ভলেন্টিয়ারকে এই অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়। প্রবল চাপের মুখে রাজ্য সরকার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট সঞ্জয় বশিষ্ঠকে সরিয়ে দেয়। ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে হাসপাতাল সুপারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন জরুরি পরিষেবার কাজ বন্ধ করে দেয়। আরজি কর মেডিক্যাল অ্যান্ড হাসপাতালের আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার বলেন, আমরা চাই রাজ্য সরকার আমাদের দাবিগুলি পূরণ করুক এবং দোষীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাস্তি দিক। যতদিন না দাবি মিটছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ চলবে। তারা বলেন, চিকিৎসা পেশাজীবীদের, বিশেষ করে যারা এখনও প্রশিক্ষণে রয়েছেন, তাদের নিরাপত্তা অবশ্যই জরুরি ও তা জোরদার করতে হবে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকারকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন রবিবার জানিয়েছে, হাসপাতালের কর্মী ও স্নাতকোত্তর ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তাঁদের চার দফা দাবি পূরণ না হলে আর কাজ চালিয়ে যাবেন না রাজ্য সরকার পরিচালিত আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল পড়ুয়া ও জুনিয়র ডাক্তাররা।

প্রথম দাবি, সিসিটিভি ফুটেজ, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে প্রতিবাদী আবাসিক চিকিৎসকদের কমিটির প্রতিনিধিদের কাছে তা পেশ পাশাপাশি অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় দাবিটি হল- আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, মেডিকেল সুপার ও উপাধ্যক্ষ, হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান এবং হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির কর্তব্যরত পুলিশ প্রধানকে নিঃশর্ত ক্ষমা ও পদত্যাগ করতে হবে।

তৃতীয় দাবি, অবিলম্বে নির্যাতিতার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে।

চতুর্থ ও শেষ দাবি হল, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে প্রতিদিন তদন্তের অগ্রগতি প্রকাশ করতে হবে।

এছাড়া হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগের জরুরি বিভাগে কাজ শুরু হবে না বলে তারা জানান।

রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনও সুশীল সমাজকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা প্রদর্শনের আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে রবিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর তৎকালীন মেডিক্যাল সুপার-তথা ভাইস প্রিন্সিপাল সঞ্জয় বশিষ্ঠকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল।

রবিবার বিকেলে আরজি কর হাসপাতালে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসিপিকে দায়িত্ব থেকে সরানোর কথা জানিয়ে দেন।

পুলিশ কমিশনার বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তদন্তের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। আমাদের লুকানোর কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের কোনও প্রশ্ন থাকলে তা পুলিশের কাছে জানাতে পারেন।

পীযূষ গোয়েল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, যদি পরিবার চায় তাহলে নিরপেক্ষ তদন্ত করাতে তাদের কোনও সমস্যা নেই।

হিন্ডেনবার্গের অভিযোগ নিয়ে সরকারকে আক্রমণ কংগ্রেসের

আপনজন ডেস্ক: সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী বুচের বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করল কংগ্রেস। সাংসদ রাহুল গান্ধি বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রকের সততা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোটা ঘটনায় যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) তদন্তের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধি এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন জেপিসি তদন্তে এত ভয় পাচ্ছেন তা এখন পুরোপুরি পরিষ্কার। কংগ্রেস বলেছে যে সুপ্রিম কোর্টের উচিত “পুরো কেলেঙ্কারি” সম্পর্কে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত করা এবং তার ছত্রছায়ায় তদন্ত করা কারণ এখানে তদন্তকারী সংস্থা সেবির বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। রাহুল গান্ধি আরও জোর দিয়ে বলেন, এই জাতীয় “গুরুতর অভিযোগের” পরিপ্রেক্ষিতে বুচ মোটেই তার অবস্থানে থাকতে পারবেন না। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারির হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পরে সুপ্রিম কোর্টে আদানিকে ছাড়পত্র দিয়েছিল। তবে সেবি প্রধানের বিরুদ্ধে ‘কুইড-প্রো-কো’ নিয়ে নতুন অভিযোগ উঠে এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীরা যারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন তাদের সুরক্ষা দেওয়া দরকার, কারণ তারা সেবিতে বিশ্বাস করে। এই বিশাল কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্ত জরুরি। “ততদিন পর্যন্ত উদ্বেগ অব্যাহত থাকবে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী তার মিত্রকে রক্ষা করা চালিয়ে যাবেন, সাত দশক ধরে কষ্ট করে নির্মিত ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে আপস করবেন,” খাড়গে এক্স-এ একটি পোস্টে লিখেছেন। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং সরকার তাদের ‘নিজস্ব বাজার নিয়ন্ত্রক’ সম্পর্কে কী বলছে?এক্স-এ একটি পোস্টে রাহুল গান্ধি বলেছেন, “ক্ষুদ্র খুচরো বিনিয়োগকারীদের সম্পদ রক্ষার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক সেবির সততা তার চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্বারা মারাত্মকভাবে আপস করা হয়েছে। দেশজুড়ে সৎ বিনিয়োগকারীদের কাছে সরকারের কাছে প্রশ্ন রয়েছে: সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ এখনও পদত্যাগ করেননি কেন? বিনিয়োগকারীরা যদি তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কার জবাবদিহি থাকবে? প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেবির চেয়ারপার্সন নাকি গৌতম আদানি? রাহুল গান্ধি প্রশ্ন তোলেন, যে নতুন এবং ‘অত্যন্ত গুরুতর’ অভিযোগ সামনে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কি আরও একবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে? তিনি বলেন, “এটা এখন অনেকটাই পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী কেন জেপিসি (যৌথ সংসদীয় কমিটি) তদন্তে এত ভয় পাচ্ছেন এবং এর ফলে কী বেরিয়ে আসতে পারে।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ

সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা

ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা

চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি

মাত্র ৩৬০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ

২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card

✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

জল ঢালা অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর মকরমপুর হরিজন ক্লাবের পরিচালনায় শিব ভক্তদের সেবাই নিয়োজিত একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ক্লাবের সদস্যরা। বীরভূমের ৫১ পীঠে অন্যতম পীঠ সতীপীঠ কঙ্কালীতলা সেখান থেকে জল নিয়ে ভক্তেরা বোলপুর শিবতলা সন্নিকট সুরুতেশ্বরে মন্দিরে যাচ্ছেন জল ঢালতে। হাজার হাজার ভক্তগন এই জল ঢালা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। মাঝপথে বোলপুর মক্রমপুরে ভক্তদের সেবায় হরিজন ক্লাব। এখানে ভক্তদের পানীয় জল থেকে শুরু করে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভক্তরা এসে একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন সে ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্লাবের পক্ষ হইতে। আজকের এই অনুষ্ঠানে মহরমপুরবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ বেহাল রাস্তার অবস্থা জানালেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ কে। তিনি জানান অতি দ্রুত এই রাস্তার সমস্যার সমাধান হবে।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তের জন্য রক্তদান

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: থ্যালাসিমার আক্রান্ত রোগীদের রক্ত জোগাড় করতে এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর কলোনী সবুজ সংঘ। তাদের উদ্যোগে দুদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির আয়োজন করেন উপস্থিত ছিলেন পৌর মাতা মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব সভাপতি দ্বীপান বোস, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির নিশিথ চক্রবর্তী, ক্লাব সম্পাদক চন্দন অধিকারী, ক্লাব সভাপতির গৌতম কমকার।বিশিষ্ট সমাজসেবী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিশিথ চক্রবর্তী বলেন শুধু রক্তদানে থেমে নেই সাথে একাধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা। বৃক্ষকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ তা দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রিক তুলে দেওয়া। সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আছে সবুজ সংঘ তাই আমরা সব সময় এদের পাশে আছি, আগামী দিনে হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার বদ্ধ হব।

ডাক্তার খুনে কঠোর শাস্তি চেয়ে মোমবাতি মিছিল ইমামদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র মহিলা ডাক্তার কে ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পথে নামল ইমাম মোয়াজ্জিন থেকে শুরু করে মাদ্রাসার পড়ুয়ারা, এদিন উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার পূর্ব ভয়দা সিদ্দিকীয়া মাজেদীয়া হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে মোমবাতি জ্বালিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতি। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন বলেন আর জি কর ধর্ষণকান্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে আগামী দিনে অপরাধীরা এমন নারকীয় ও পৈশাচিক আচরণ থেকে দূরে থাকে। আজিজ উদ্দিন আরো বলেন আজ থেকে দেড়হাজার বছর আগে মানবতার মূর্তপ্রতীক হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধর্ষকদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন,যার কারণে হজরত মুহাম্মদ সাঃ এঁর সময়ে খুন ধর্ষণ সহ সমস্ত অপরাধ একে বারেই নির্মূল হয়েছিল,ভারতীয় আইনে যদি ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তাহলে ধর্ষণের মতো নরকীয় ঘটনা কম ঘটবে, ফলে অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাফেজ সালাউদ্দিন, মাওলানা শরিফুল ইসলাম, মাওলানা আল মামুন, হাফেজ মাওলানা কাবির হোসেন, হাফেজ সাবির মন্ডল,হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক সহ প্রমুখ।

মেয়েকে সুপারি দিয়ে খুন করার আশঙ্কা নিহত ডাক্তারের বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মেয়ের মৃত্য নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন পড়ুয়া ডাক্তারি ছাত্রীর বাবা। আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ডাক্তারি ছাত্রীর বাবা। মেয়ের ওপর যথেষ্ট চাপ ছিল। টানা ৩৬ ঘন্টা ডিউটি করতে হতো। হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে সিনিয়ার ডাক্তাররা ঠিকমতো কাজ করতে দিত না তাকে। তাদের মেয়েকে কেউ খুন করার জন্য সুপারি দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন নিহত পড়ুয়া চিকিৎসকের বাবা। ওই ছাত্রীর মা জানান যা কিছু গোলমাল ছিল তা ওই চেস্ট ডিপার্টমেন্টে। মুখ্যমন্ত্রীর উপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে জানান। তারা আরো বলেন, হাসপাতালের সহকারি সুপার আমাদের বলেছিল আমাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরে জানা গেল আমাদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তবে আততায়ী একজন নাকি, একাধিক ছিল সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা জানান ,পুলিশ ডিএনএ টেস্ট করার পর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন। হাসপাতালে ডিউটি করা প্রসঙ্গে তারা বলেন,চার জন ছেলে ডাক্তারের সাথে আমার মেয়েকে একা ডিউটি করতে হত। ও আর জি কর হাসপাতালে যেতে চাইতো না। অনীহা ছিল। বিক্ষোভরত ডাক্তারদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা আর আস্থা আছে বলে জানান নিহত চিকিৎসকের বাবা। আমরা যোগ দিতে পারি ওদের আন্দোলনে এবং চেষ্টা করছি বলে একদিন বলেন আমরা একটু গোটা বিষয়টি এবং আমাদের নিজেদের সামলে নিয়ে তারপর ওখানে যাব। অপরদিকে,কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান মুরলিধর শর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান এ দিন তিনি পোস্টমর্টনের যে প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা পরিবারকে দিতে এসেছিলেন। তদন্তে কলকাতা পুলিশ কি কি জানতে পেরেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কি কি নিতে যাচ্ছে তা নিয়ে পরিবারকে জানানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান বলেন , আমরা এই নৃশংস খুনের ঘটনার স্বচ্ছ ভাবে তদন্ত করছি। ওই মেয়েটি আমার মেয়ের মত বা ভাইজির মত। তাই আমি এই খুনের ঘটনার তদন্তের শেষ দেখে ছাড়বো।

হাসপাতালে পুলিশ কমিশনার, সরিয়ে দেওয়া হল সুপারকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আরজিকর হাসপাতালে গেলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল । সেমিনার হলের থার্ড ফ্লোর যেখানে ঘটনা ঘটেছিল সেই স্পট ভিজিট করতে এসেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল । পরে আরজিকর হাসপাতালে যান কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার - ১। এদিকে রবিবার বিকেলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সোদপুরে নিহত তরুণী পড়ুয়া ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা মার সাথে কথা বলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মুরলিধর শর্মা। সূত্রের খবর অনুযায়ী এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সূত্র খুঁজতে ওই নিহত পড়ুয়া চিকিৎসকের বাবা মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান। কারণ পরিবারের প্রত্যেক পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে তাদের মেয়েকে একজন নয় একাধিক জন মিলে খুন করেছে। খুন হওয়ার আগে শেষবারের মতো মোবাইল ফোন থেকে বাড়িতে মায়ের সাথে কথা বলেছিলেন ওই তরুণী চিকিৎসক। এইসব সূত্রের খোঁজ পেতেই গোয়েন্দা প্রধান এদিন সোদপুরের বাড়িতে যান। রবিবার আরজি কর হাসপাতালের সকল চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটি বাতিল করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল চত্বরে বর্তমান যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা জারি করেছে। আগে থেকে যাদের ছুটি অনুমোদিত হয়েছিল তাদের কেউ অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার আর জি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার হলে এক পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপর থেকে সেখানে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন শুরু করেছে। সেই পরিপেক্ষিতে রবিবার দুপুরে হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক এবং অ চিকিৎসকদের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। ওই নির্দেশিকায় ছুটি বাতিলের পাশাপাশি হাসপাতালের সমস্ত কর্মীদের তাদের নির্দিষ্ট পোশাক পড়ে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এই নোটিশ জারির কয়েক ঘন্টা পরেই সুপারকে তার পদ থেকে সরানো হয়। নতুন সুপারের দায়িত্ব নিয়েছেন ওই হাসপাতালে ডিন বুলবুল মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে আরজি কর হাসপাতালের এই ঘটনায় সমস্ত সরকারি হাসপাতাল সহ জাতীয় স্তরের চিকিৎসক সংগঠন গুলি লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সোমবার ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন একদিনের পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে। দেশ জুড়ে চিকিৎসক সংগঠন গুলি দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছে। আগামী মঙ্গলবার প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে জাতীয় স্তরের চিকিৎসক সংগঠন গুলির পক্ষ থেকে। দিন দিন আরজি করেরর পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণও খুনের ঘটনাকে সামনে রেখে চিকিৎসকদের আন্দোলন বড় রূপ নিচ্ছে।

আর জি করে ইমার্জেন্সি পরিষেবা বয়কটের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আরজি কর হাসপাতালে এবার ইমার্জেন্সি বিভাগেও কর্ম বিরতি ডাক দিল জুনিয়র ডাক্তাররা। তাদের স্পষ্ট দাবি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীকে চিহ্নিত করতে হবে। কলকাতা পুলিশের যে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে এবং একজন যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাতে তারা সন্তুষ্ট নন। তাই আন্দোলনে অন্যান্য চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ সাধারণ নাগরিকদের সমর্থন ও যোগদানের আবেদন জানালেন আন্দোলনরত পড়ুয়া ডাক্তাররা। রবিবার আরজিকর হাসপাতাল চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা শনিবার বহিরাগত চিকিৎসকদের একাংশকে হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়ার জন্য যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল সে বিষয়ে ক্ষমা চান। সকল স্তরের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের তাদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। রবিবার দুপুর থেকে যে জায়গায় ত্রিপল পেতে পড়ুয়া চিকিৎসকরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেখানে মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু হয়। এর থেকেই পরিষ্কার যে আন্দোলন দীর্ঘতর রূপ নেবে। রবিবার আরজিকর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সকলের ছুটি বাতিল করে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের যখন কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেন।

তার কিছুক্ষণ পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পড়ুয়া ডাক্তাররা হাসপাতালে সমস্ত রকম তাদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেন। আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকরা যে সকল দাবি পেশ করেন তার মধ্যে অন্যতম এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে কি পরিমান ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তা সরকারকে ঘোষণা করতে হবে। এই ঘটনায় হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের প্রধান সহ প্রিন্সিপাল এবং ভিএসপি সকলকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে। লিখিতভাবে এই ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ক্ষমা চাইতে হবে। প্রতিদিন তদন্তের গতিপ্রকৃতি কি তা তাদের প্রতিনিধিদের জানাতে হবে। এইসব দাবি গুলি যতক্ষণ না পূরণ হবে তাদের কর্ম বিরতি কর্মসূচি লাগাতার চলবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন আরজিকর হাসপাতালের আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকরা।

পিতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধির দাবি শিক্ষক সমিতির

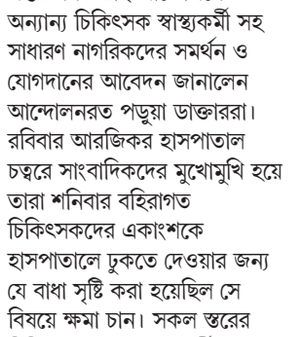

নিজস্ব প্রতিবেক ● কলকাতা

আপনজন: পিতৃত্বকালীন ছুটির দিনসংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ১৮০ দিন করার আর্জি জানালো রাজের শিক্ষক সংগঠন "অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন"। রাজ্যের মেল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সন্তানদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা করলেও তাদের জন্য প্রাপ্য ছুটি অত্যন্ত কম। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী, স্কুল শিক্ষা কমিশনার ও শিক্ষা সচিবকে এবিষয়ে দাবিপত্র পাঠানো হয়। সিঙ্গেল ফাদারদের এই প্যাটার্নিটি লিভ কাম সিসিএল ৭৩০ দিনের প্রস্তাব ও মেডিকেল লিভের ৩৬৫ দিনের ঊর্দ্ধসীমা তুলে দিয়ে চাকরি জীবনে বছর প্রতি ১৫ টি করে এমএল চালু করার দাবিও জানিয়েছেন বলে জানান সংগঠনের সেক্রেটারী চন্দন গরাই।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করল ডিওয়াইএফআই

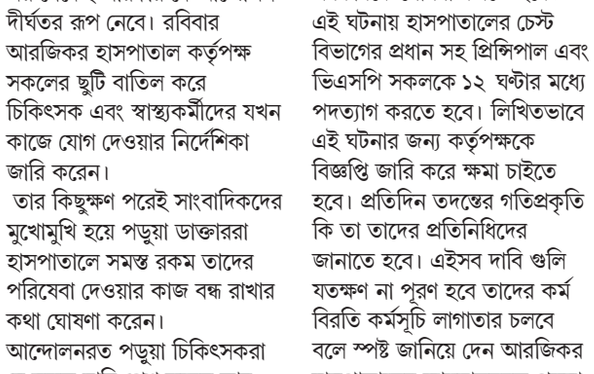

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন:-আরজি কর হাসপাতালের মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন করে কোলকাতার সিভিক পুলিশ সঞ্জয় রায়।সেই ঘটনাকে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর ছাত্রপরিষদ। মগরাহাটের ডি. ওয়াই.এফ.আই-এর তরফ থেকে সি.পি.আই.এম-এর পার্টি অফিস থেকে বিকাল ৫.৩০ নাগাদ একটি প্রতিবাদ মিছিল করে হরিশঙ্করপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠ পর্যন্ত। এই মিছিল চলাকালীন মগরাহাট স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে প্রায় ১০ মিনিট রাস্তা অবরোধ করে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হওয়ার জন্য ডাক দেয়। প্রতিবাদ মিছিলে বলা হয় যেখানে একটি ডাক্তার সুরক্ষা নেই, সেখানে সাধারণ মহিলারা কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ডি.ওয়াই. এফ.আই-এর ছাত্রী-ছাত্রীরা। পুলিশ নিরাপত্তা দেবে কিন্তু পুলিশ যদি এই কাজ করে তাহলে আমরা কোথায় যাবো। এছাড়াও আরও বলেন, যে রাজ্যে লক্ষীদের কে লক্ষীর ভান্ডার দিচ্ছেন সরকার। সেই রাজ্যে লক্ষীদেরকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডি.ওয়াই. এফ.আই-এর সম্পাদক সাকিব আহমেদ। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মগরাহাট ব্লকের সি.পি.আই.এম-এর সম্পাদক চন্দন সাহাসহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। মগরাহাট থেকে আনোয়ার হোসেন সরদার রিপোর্ট, দুয়ারে সংবাদ।

কেরলে কাজে গিয়ে ডোমকলের আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: এবার কেরালায় কাজে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল ডোমকল ব্লকের ধুলাউড়ি অঞ্চলের পার রঘুনাথপুর মালিপাড়া এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার সহ এলাকায়।
পরিবার সূত্রে মৃত যুবকের নাম জানা যায় মেজারুল ইসলাম(৩০)। গত দশ মাস আগে সংসারের হাল ধরতে কাজের জন্য কেরালায় পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ভালোই কাজ করছিলেন রাজমিস্ত্রির। যাওয়ার পর থেকে সেখানে ভালোই চলছিল কাজ হঠাৎ করে দশদিন আগে কাজ করার সময় পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় সেই তার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লে সহকর্মীরা অসুস্থ অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসার জন্য এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। তার পরে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় পরিযায়ী শ্রমিক মেজারুল ইসলামের। যদিও পরিবার ও স্থানীয়রা জানান মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে স্ত্রী সহ দুই মেয়ে এক ছেলে এবং বৃদ্ধ মা রয়েছে সকলেই মেজারুল ইসলামের উপর নির্ভর শীল তার মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরিবারের সকলে এখন কিভাবে চলবে সংসার, সরকারি সাহায্যের আবেদেন করেন পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি কিভাবে মেজারুল ইসলামের নিথর দেহ আসবে গ্রামের বাড়িতে সেই নিয়ে চিন্তিত সকলে। যদিও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ নিয়ে আসার ব্যবস্থা চলছে।ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কলকাতার ২ যুবক তলিয়ে গেল বকখালির নদীতে

নকীব উদ্দিন গাজী ● বকখালি

আপনজন: বকখালিতে সমুদ্রের জলে তলিয়ে মৃত তিলজলার ২ যুবক।
ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বকখালিতে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবারের ছুটি কাটাতে কলকাতার তিলজলা থেকে ৫ বন্ধু বকখালীতে ঘুরতে যান।
বিপত্তি ঘটে সমুদ্রে নামার পর। দুপুরে সমুদ্র নেমে ২ বন্ধু জলে তলিয়ে যান। পরে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও উপকূল রক্ষী বাহিনী সমুদ্রে তল্লাশি চালিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ২ যুবকের দেহ উদ্ধার করে।
জানা যায় মৃত দুই যুবক, মিজান মহসিন (১৯), আমান আলি (১৯) কলকাতার তিলজলার বাসীন্দা। অন্যদিকে ঘটনার পর উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্তে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

বাজেয়াপ্ত অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে ১২ টি অবৈধ্য বালি বোঝায় ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করলো গলসি থানার পুলিশ। ট্রাক্টর উদ্ধার হলেও ঘটনাস্থল থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছেন, গলসির তিরিঙ্গা মোড় থেকে ওই ট্রাক্টর গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে গলসির তিরিঙ্গা মোড়ের কাছে একটি সিমেন্টের মশলা প্রস্তুত কারী সংস্থার বাইরে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১২ টি অবৈধ্য বালি বোঝাই ট্রাক্টর। তবে পুলিশ পৌছানোর আগেই ঘটনাস্থলেই ট্রাক্টর ফেলে পালিয়ে যায় ট্রাক্টরের চালকরা। উদ্ধার হওয়া ট্রাক্টর গুলির বিরুদ্ধে নিদিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগের দাবিতে মিছিল

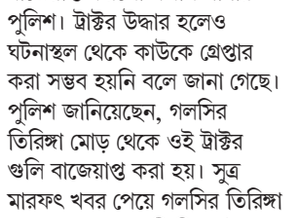

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনা কে পাথেও করে জঙ্গিপুর মহকুমা সহ বীরভূমের একাংশকে নিয়ে তৈরি হোক উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা। এমন দাবীতে ফরাক্কা থেকে সাগরদিঘি সাইকেল মিছিল শুরু করলেন বিশিষ্ট শিক্ষক হাসানুজ্জামান বাপ্পার নেতৃত্বে উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রাম সমিতি। ৮ ই আগস্ট থেকে শুরু হওয়া সুবিশাল সাইকেল মিছিল ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ পার করে এদিন সুতিতে প্রবেশ করে। সুতি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগে উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার দাবীতে সাইকেল রালি শনিবার সুতির নেতাজিমোড় থেকে ৭ কিলোমিটার ছাবঘাটির ফাইভ স্টার মোড়ে গিয়ে পথসভার মাধ্যমে এদিন মিছিল সমাপ্ত হয়। অংশ নেন উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক হাসানুজ্জামান বাপ্পা, আলি রেজা, সহিদুল আলোম, নুরেল সেখ সহ এলাকার মানুষরা।

জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি মালদায়ও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মবিরতি জুনিয়র ডাক্তার ও হাউস স্টাফদের। শতাধিক ডাক্তার ও পড়ুয়া আন্দোলনে। আন্দোলনের ফলে জরুরী বিভাগ, মাতৃমা বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবায় প্রভাব। আরজিকরের ঘটনা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি আন্দোলনকারীদের। পাশাপাশি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি। গোলমাল ঠেকাতে মোতায়েন বাড়তি পুলিশ।
জুনিয়র ডাক্তার ও হাউসে স্টাফদের কর্মবিরতি জেরে পরিষেবায় প্রভাব মানলেন মালদা মেডিকেল কলেজের সুপার। দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারীদের আলোচনার বার্তা কর্তৃপক্ষের।

ঝাড়খন্ডের মন্দিরে মূর্তি চুরি, সুতি থেকে গ্রেফতার

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মন্দির থেকে কষ্টি পাথরের কোটি টাকার মূর্তি চুরি। শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আহিরন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মুল অভিযুক্ত রনবীর ঠাকুর নামে এক যুবককে। পুলিস সূত্রে খবর, ঝাড়খন্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার জিরুয়াবাড়ি এলাকার একটি প্রাচীন মন্দির থেকে কষ্টি পাথরের হনুমান মুর্তি চুরি করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। স্থানীয়দের হাতে কয়েকজন ধরা পড়লেও চুরি হওয়া মুর্তি নিয়ে চম্পট দেয় মুল অভিযুক্ত রনবীর ঠাকুর। গোপন ডেরায় মূর্তিটি রেখে ট্রেনে চেপে সুতির আহিরনে পৌঁছে যায় সে। যদিও ঝাড়খন্ড পুলিশ ফোন লোকেশন ট্যাপ করে বিষয়টি নজরে আসতেই সুতি থানার পুলিশকে খবর দেন। তারপরেই আহিরন থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে সুতি থানার পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অভিযুক্তকে ঝাড়খন্ড পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চুরি হয়ে যাওয়া কষ্টি পাথরের মূর্তিটির মূল্য কয়েক কোটি টাকা বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

প্রেস ক্লাবে আইজেএ-র অনুষ্ঠান

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার সন্ধেয় কলকাতা প্রেসক্লাবে আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করলোআইজেএ সাংবাদিক সংগঠন শনিবার কলকাতা প্রেসক্লাবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান শ্যামল ঘটক, দৈনিক স্টেটসম্যান কাগজের সম্পাদক শেখর সেনগুপ্ত, সিটি সেশন কোর্টের সিনিয়র পিপি অলোক দাস, পূর্ব রেলের প্রাক্তন জনসংযোগ আধিকারিক সমীর গোস্বামী, সঙ্গীত পরিচালক অশোক ভদ্র, সাংবাদিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দেবাশিস দাস, রাজ্য সভাপতি কে.ডি পার্থ প্রমুখ।

প্রথম নজর

আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে প্রথম ইরান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের নিউ ক্লার্ক সিটিতে ১ থেকে ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক পারমাণবিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (আইএসএনও) ইরানি শিক্ষার্থীরা একটি রৌপ্য পদক এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে।

পারমাণবিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে ইরানের সৈয়দ আবোলফজল মাহদাই একটি রৌপ্য পদক জিতেছেন। অন্যদিকে, সৈয়দ মোহাম্মদ সাজাদিয়ান, শায়ান রেজাজাদে এবং আইদা বিনা ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। খবর ইরনার।

২০ বছর বা তার কম বয়সী জুনিয়র এবং সিনিয়র হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্রগামী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৭ টিম লিডার এবং ১৪ জন পর্যবেক্ষক সহ ৫৫ প্রতিযোগী নিয়ে ১৪টি দেশ পারমাণবিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়।

প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে অংশ নিলেও তারা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়া, তারা দুটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত পয়েন্ট অনুসারে র‍্যাঙ্কিং লাভ করেনে।

প্রতিযোগীরা পারমাণবিক বিজ্ঞানে দক্ষতা এবং জ্ঞানের দুই দিনের কঠিন পরীক্ষায় অংশ নেন।

২০২৫ সালে দেড় কোটি মানুষ ওমরাহ করবেন, আশা সউদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: আগামী বছর দেড় কোটি মানুষ ওমরাহ পালন করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছে সউদি আরব। অধিক সংখ্যক মানুষ যেন ওমরাহ পালন করতে পারেন সেই অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি। এক সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অবকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্ত ব্যবহার করা হবে। যার মধ্যে থাকবে সেবা প্রদানের বিষয়টি পুরোপুরি ডিজিটালাইজেশন করা। -গালফ নিউজ

সউদি সরকারের একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মক্কা ও মদিনার ১৫টি ইসলামিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সউদির সংবাদমাধ্যম 'ওকেজ' জানিয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০টি স্থাপনা ঢেলে সাজানো এবং ওমরাহকারীর বার্ষিক সংখ্যা তিন কোটিতে উন্নীত করার পরিকল্পনা হিসেবে 'গেস্ট অব আল্লাহ' নামের একটি প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে।

গত বছর সউদিতে সব মিলিয়ে ১ কোটি ৩৫ লাখ মানুষ মক্কার পবিত্র কাবা শরীফে ওমরাহ পালন করেছেন। ২০১৯ সালে চালু হওয়া 'গেস্ট অব আল্লাহ' সেবা প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর সবচেয়ে বেশি ২০ লাখ মানুষ ওমরাহ পালন করেছেন পাকিস্তান থেকে। এরপর যথাক্রমে মিসর থেকে ১৭ লাখ এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৪ লাখ মানুষ ওমরাহ করেছেন।

চলতি বছরের জুন মাসে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। হজ শেষ হওয়ার পর ওমরাহর নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে। হজের সময় বাদে বছরের যে কোনো সময় ওমরাহ করা যায়।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সদর দরজা মসজিদুল হারামে

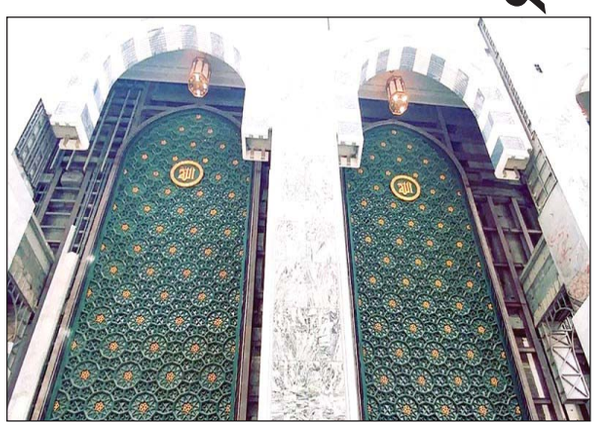

আপনজন ডেস্ক: মুসলিমদের প্রধান পবিত্রতম স্থান সউদী আরবের মসজিদুল হারামের 'কিং আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ গেট' বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও লম্বা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে হারামাইন শরিফাইনের জেনারেল অথরিটি। সউদী আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা 'এসপিএ' মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে লেখা হয়, মসজিদুল হারামের 'কিং আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ গেট' মসজিদুল হারামের সবচেয়ে লম্বা আর বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় সদর দরোজা। প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, মসজিদুল হারামের মোট ২১০টি দরোজার মধ্যে 'কিং আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ' ১০০ নম্বর দরোজা। এটি ১৩.৩ মিটার উঁচু, ৭.৭ মিটার চওড়া। ১৪ টন ওজন। এ সদর দরোজা আধুনিক স্থাপত্য নকশা ও ইসলামিক আলংকারিক শিল্পকলার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। বিশাল গেটটিতে তিনটি বাহ্যিক ও তিনটি অভ্যন্তরীণ খিলান রয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যকে ধারণ করা এ ঐতিহাসিক ফটকের উপরেই রয়েছে অনন্য উচ্চতার লম্বা দু'টি মিনার। এ মিনার দু'টি সদরফটকটির নির্মাণ সৌন্দর্য স্থাপত্যশৈলীকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি কাবা ঘর। আল্লাহর ঘর। এ ঘরকে ঘিরে যে মসজিদ তৈরি হয়েছে, তাকেই বলা হয় মসজিদুল হারাম। পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণ প্রতিদিন এ ঘর অভিমুখী হয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করেন। মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব হয়।

গাজার স্কুলে ২০০০ পাউন্ডের বোমা ফেলে শতাধিক মানুষ হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে একটি স্কুলে ইসরায়েলের বোমা হামলায় নারী, শিশুসহ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। শনিবার (১০ আগস্ট) গাজার বেসামরিক জরুরি সংস্থা জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা জানান, গাজা সিটির ওই স্কুলে উদ্বাস্তু পরিবারগুলো সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিল। ইরান ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের উত্তেজনার মধ্যে গাজায় সাম্প্রতিক সময়ে এটা সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, শনিবার ভোরে গাজা নগরীর দারাজ এলাকার আল-তাবিন বিদ্যালয়ে ওই হামলা হয়। ইসরায়েলের তিনটি বোমা বিদ্যালয়ে আঘাত হানে।

এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, স্কুলে হামলার বিষয়ে ইসরায়েলের দাবি বেসামরিক নাগরিক, স্কুল, হাসপাতাল ও শরণার্থী শিবিরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর অজুহাত। এসবই মিথ্যা অজুহাত। তাদের করা অপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার মিথ্যা প্রচেষ্টা।

সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, বোমার আঘাতে লোকজনের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ছবিতে লাশগুলো কেন্দ্র করে আর্তনাদ করতে দেখা যায় স্বজনের। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি। এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব, ইরান, কাতারসহ বিভিন্ন দেশ। জর্ডান বলেছে, স্কুলে হামলা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এটা মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

গাজার গণমাধ্যম দফতরের প্রধান ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেন, হামলায় ইসরায়েলি বাহিনী ২ হাজার পাউন্ডের তিনটি বোমা ব্যবহার করেছে। বিদ্যালয়টিতে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটি ইসরায়েলি বাহিনী জানত। এর পরও সেখানে হামলা হয়েছে।

হামলার পর বিদ্যালয় ভবনে আগুন ধরে যায়। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর দাবি, ওই স্কুলে হামাস সদস্যরা অবস্থান করছিলেন। তবে উত্তর গাজার অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি সেবা বিভাগের পরিচালক ফারেস আফানা বলেন, যাদের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে, তাদের সবাই বেসামরিক নাগরিক, নিরস্ত্র শিশু, বয়স্ক ও নারী-পুরুষ।

হামলার নিন্দা জানিয়েছেন অধিকৃত ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রান্সেসকা আলবেনিজ। এক বিবৃতিতে গাজায় রক্তপাত নিয়ে বিশ্বের উদাসীনতারও সমালোচনা করেন তিনি। এক্সে তিনি লেখেন, ইসরায়েল একই সময়ে ফিলিস্তিনের আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির ও 'সেফ জোনে' গণহত্যা চালাচ্ছে। গাজায় অব্যাহতভাবে ইসরায়েল হামলা চালালেও সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে আর এত বড় হামলা হয়নি। ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ লিজ্জারিনি 'চোখের সামনে এ ধরনের ভয়াবহতা'র সমাপ্তি চেয়েছেন। তিনি দ্রুত একটি যুদ্ধবিরতিরও দাবি জানান। কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের অধ্যাপক হাসান বারারি বলেন, বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়স্থল গাজা সিটির ওই স্কুলে হামলা শান্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত করার ইসরায়েলের চেষ্টার অংশ।

গত ৭ অক্টোবরের পর এ পর্যন্ত ইসরায়েলের হামলায় গাজায় মৃত্যু ৩৯ হাজার ৭৯০ জনে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন ৯১ হাজার ৭০২ জন। গাজায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ২০ লাখেও বেশি। উপত্যকার অধিকাংশ এলাকাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

তিন দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে কমলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিভিন্ন জনমত জরিপে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন।

সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এবং সিয়েনা কলেজের সর্বশেষ জরিপ অনুসারে, উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া, এবং মিশিগান রাজ্যের প্রায় ২,০০০ সম্ভাব্য ভোটারের মধ্যে হ্যারিস ৫০% সমর্থন পেয়েছেন, যেখানে ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৬% সমর্থন।

এই জরিপগুলি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে। বিশেষ করে যেহেতু ডেমোক্র্যাটরা নভেম্বরের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কমলা হ্যারিসের নতুন রানিংমেট মিনেসোটা গভর্নর টিম ওয়ালজের নাম ঘোষণার পর থেকে হ্যারিসের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়ছে।

গত ২২ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মিশিগান, উইসকনসিন ও পেনসিলভানিয়ায় হওয়া দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও সায়িনা কলেজ জরিপেও কমলা সুস্পষ্টভাবে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। জরিপে ভোটারদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই মুহূর্তে যদি যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ভোট অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে আপনি কাকে সমর্থন দিতেন। জরিপের ফলে দেখা গেছে, মিশিগানে ৫০ শতাংশ মানুষ কমলাকে সমর্থন দিয়েছেন; ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন ৪৬ শতাংশ। উইসকনসিনেও সমর্থনের ব্যবধান একই। পেনসিলভানিয়াতে ট্রাম্পের ৪৬ শতাংশ সমর্থনের বিপরীতে কমলা ৫১ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন।

হ্যারিসকে বুদ্ধিমান, সৎ এবং দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের চেয়ে বেশি উপযুক্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি হ্যারিস এবং ওয়ালজের নির্বাচনী প্রচারণায় আরও গতি আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে, অর্থনীতি এবং অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্প এখনো এগিয়ে রয়েছেন। যদিও হ্যারিস গর্ভপাতের অধিকারের মতো বিষয়গুলিতে বড় ধরনের সমর্থন পাচ্ছেন, যা সুইং স্টেটগুলিতে ডেমোক্র্যাটদের জন্য জয়লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বৃষ্টিতে আবর্জনার স্তূপে ধস, উগান্ডায় ১৮ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টিপাতের ফলে উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় আবর্জনার স্তূপে ধস নেমে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের একমাত্র ল্যান্ডফিল সাইট কিতিজিতে আবর্জনার বিশাল অংশ ভেঙে পড়ার দু'দিন পর রোববার (১১ আগস্ট) পুলিশ মৃতের সংখ্যা ঘোষণা করে। স্তূপের নিচে গবাদি পশু ও ঘরবাড়ি চাপা পড়েছে। এর আগে গতকাল শনিবার কর্তৃপক্ষ আটজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। উদ্ধারকর্মীরা কাজে তৎপর রয়েছে। স্থানীয় পুলিশের মুখপাত্র প্যাট্রিক অনইয়াঙ্গো বলেন, কেউ আটকা পড়েছে কিনা, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আরও অনেকে আটকা পড়ে থাকতে পারেন। তিনি বলেন, আমাদের অনুমান- এই ঘটনায় প্রায় এক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বর্তমানে সরকারের অন্যান্য সংস্থা এবং কমিউনিটি নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করছি, কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সহায়তা করা যায় তা দেখছি। উগান্ডা রেড ক্রস জানিয়েছে, বাস্তুচ্যুতদের জন্য ঘটনাস্থলের কাছে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। কিতেজি কয়েক দশক ধরে কাম্পালার একমাত্র আবর্জনার ভাগাড় হিসাবে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এটি বিশাল পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায়ই বিপজ্জনক বর্জ্যে পরিবেশ দূষিত এবং অন্যান্য বিপদ ডেকে আনার অভিযোগ করেছেন। কাম্পালার মেয়র ইরিয়াস লুকওয়াগো বলেন, ল্যান্ডফিলটি ধারণক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। এটি একটি বিপর্যয়।

২০১৭ সালে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় ভূমিধসে অন্তত ১১৫ জনের মৃত্যু হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধক্ষেত্র হবে না জর্ডান, সাফাদির হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: টানা ১০ মাসেরও বেশি সময় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে পুরো গাজা। এর মধ্যেই ইরানের রাজধানী তেহরানে গুপ্তহামলায় নিহত হন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া। এতে মধ্যপ্রাচ্যে বাজছে নতুন আরেক সর্বাত্মক যুদ্ধের দামামা।

এই হামলা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছে হামাস ও ইরান। প্রতিশোধ নেওয়ারও অঙ্গীকার করেছে তারা। এতে করে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় দেশ দুটির প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে জর্ডান।

দেশটি বলেছে, তারা ইরান কিংবা ইসরায়েলের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে না। এছাড়া নিজেদের আকাশসীমায় যে কোনও লক্ষ্যবস্তুকে গুলি করে ধ্বংস করার কথাও ইরান ও ইসরায়েলকে জানিয়ে দিয়েছে জর্ডান।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেন, 'আমরা ইরান কিংবা ইসরায়েলের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হব না। আমরা ইরানি এবং ইসরায়েলিদের জানিয়েছি, আমরা কাউকে আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে এবং আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলতে দিব না।"

তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের আকাশসীমার মধ্য দিয়ে যাওয়া বা আমাদের বা আমাদের নাগরিকদের জন্য হুমকি বলে মনে হয় এমন যেকোনও কিছুকে আমরা আটকাব।"

চলতি বছরের এপ্রিলে ইসরায়েলে প্রথমবারের মতো হামলা চালায় ইরান। তবে সেই হামলার সময় ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে অবস্থিত জর্ডান ইরানি অনেক ক্ষেপণাস্ত্র আটকে দেয়। দেশটি সেসময় বলেছিল, নিজেদের আকাশসীমায় প্রবেশ করার কারণে সেগুলোকে আটকে দেওয়া হয়েছে।

সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাস কম্পাউন্ডে সন্দেহভাজন ইসরায়েলি হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সেই হামলা চালিয়েছিল ইরান। অবশ্য সেই হামলার পর জর্ডান, ইরাক এবং তুরস্কের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, হামলা চালানোর আগেই ইরান তার পদক্ষেপের বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রদান করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৬ মি.

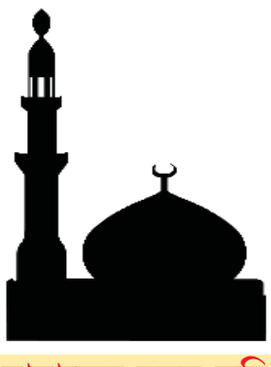

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৭	৫.১২
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৬	
মাগরিব	৬.১৬	
এশা	৭.৩১	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

নাইজেরিয়ায় নৌ-দুর্ঘটনায় মৃত ২০

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে নৌ-দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জনের প্রাণহানি হয়েছে। দেশটির জরুরি সংস্থা এবং পুলিশ শনিবার এ কথা জানিয়েছে।

জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার কর্মকর্তা আদেবি বাবাতুন্দে রাজাক বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, উদ্ধারকর্মীরা ১১টি পুড়ে যাওয়া দেহ উদ্ধার করেছে। বাকীদের উদ্ধারে তল্লাশি চলছে। তিনি আরো বলেছেন, নৌকাটি একটি ফেরি যা এক শ'রও বেশি ব্যবসায়ীকে পার করছিল।

কাবুলে মিনিবাসে বোমা বিস্ফোরণ, হতাহত ১২

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের রাজধানীতে রবিবার একটি মিনিবাসে বোমা বিস্ফোরণে একজন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছে। কাবুলের একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার দিকে এ হামলা হয়। পুলিশের মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন

বিস্ফোরণটি পশ্চিম কাবুলের একটি এলাকায় ঘটেছে, যেখানে বহু শিয়া বাস করে। ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রায়ই ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠী লক্ষ্যবস্তু করে, কারণ তারা শিয়াদের ধর্মত্যাগী হিসেবে বিবেচনা করে।

এই ঘটনার তদন্ত চলছে জানিয়ে কাবুল পুলিশের মুখপাত্র খালিদ জাদরান বলেন, 'দশত-ই-বারচি এলাকায় একটি মিনিবাসে বোমা রাখা হয়েছিল।'

এদিকে এই বোমা হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গোষ্ঠী দায় স্বীকার করেনি।

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে তালেবানের বিদ্রোহের অবসান হয়। এর পর থেকে দেশটিতে প্রাণঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতী হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে আইএসসহ বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী এখনো হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে।

সিরিয়ায় ড্রোন হামলায় ইরানপন্থী ৫ যোদ্ধা নিহত

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে ইরাক সীমান্তের কাছে ড্রোন হামলায় রবিবার পাঁচজন ইরানপন্থী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে, যারা সিরিয়ার ভেতরে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তবে হামলার পেছনে কারা ছিল তা এখনো স্পষ্ট নয়। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বলেছে, সিরিয়া-ইরাক সীমান্তের কাছে একটি অজ্ঞাত ড্রোন ইরানপন্থী যোদ্ধাদের সামরিক যান লক্ষ্য করে হামলা করে। এতে পাঁচজন যোদ্ধা নিহত এবং অন্যরা আহত হয়েছেন। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।

ব্রিটেনভিত্তিক পর্যবেক্ষক সংস্থাটির মতে, ড্রোন হামলাটি সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেইর ইযোর প্রদেশে হয়েছে, যেখানে ইরানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। জায়গাটিতে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিতভাবে হামলা চালায়।

জুন মাসে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে ইরাক সীমান্তের কাছে বিমান হামলায় ইরানপন্থী তিন যোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুজন ইরাকি ছিলেন।

২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েল শত শত হামলা পরিচালনা করেছে। এ সব হামলায় প্রধানত সেনাবাহিনীর অবস্থান ও ইরানপন্থী যোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, যাদের মধ্যে লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর সদস্যরাও রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১৮ সংখ্যা, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১, ৬ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

শান্তি নাই

দুইটি বৃহৎ যুদ্ধ এবং নানাবিধ ঘটনা-দুর্ঘটনা, নাটকীয়তা ও রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্য দিয়া যখন বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটিল, তখনই আঁচ পাওয়া গিয়াছিল, বিশ্বরাজনীতির ইতিহাস এক অন্ধকার কানাগলিতে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে। একবিংশ শতাব্দীর বিভক্তিপূর্ণ বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে অস্থির ও অস্থিতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, যাহা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কাহারো নাই। অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার বুঝা যায়, সত্তর বা আশির দশকের ন্যায় স্নায়ুযুদ্ধের কঠিন যুগ পার করিতেছে বিশ্ব। পরাশক্তিগুলির মধ্যে যেই 'ঠান্ডা যুদ্ধ' চলিতেছে, তাহার অভিঘাতে ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন। দেশগুলির উপর দিয়া বিশ্বরাজনীতির গরম বাতাস বহিয়া যাইতেছে। ইহার প্রকোপে প্রকম্পিত হইতেছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র। কোনোখানেই যেন শান্তি নাই। কি ধনহীন, কি ধনবান– শান্তির অন্বেষণ করিতেছেন সকলেই।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান যুদ্ধবিগ্রহের কারণে দেশে দেশে অর্থনৈতিক অস্থিরতাও চরম আকার ধারণ করিতেছে। দুঃখজনকভাবে এইরূপ অবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন দেশে থামিয়া নাই রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ মিলাইবার ব্যতিব্যস্ততা! রাজনৈতিক মামলা-হামলা, দমনপীড়ন, অবিচার-অত্যাচারের স্টিমরোলার চলিতেছে অনেক অঞ্চলের জনজীবনে। উপরন্তু, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ক্রমশ ধারণ করিতেছে এক জটিল ও কঠিন আকার। সকল কিছু মিলাইয়া বহুমাত্রিক সমস্যায় পর্যুদস্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের জীবনজীবিকা ও মানসিক অবস্থা কতটা নাজুক পর্যায়ে উপনীত, তাহা চিন্তারও বাহিরে!

ইহার পরও কথা থাকিয়া যায়। শান্তিই যেইহেতু মানুষের আলটিমেট এক্সপেক্টেশন, তাই শান্তির অনুসন্ধানে অবিচল থাকিতে হইবে প্রতিকূল-অস্থির সময়ে দাঁড়াইয়াই। প্রশ্ন হইল, 'শান্তি' আসলে কী? অর্থবিত্ত বা ক্ষমতা? অবশ্যই না। প্রকৃত জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, শান্তি হইল 'স্টেট অব মাইন্ড' তথা শান্তি হইল 'মানসিক ব্যাপার'। লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই তুষ্ট থাকে কেবল খাদ্যের সংস্থান হইলেই। এই ক্ষেত্রে মানুষ সত্যিই বড্ড অদ্ভুত! খাদ্যের নিশ্চয়তাই মনুষ্যকুলকে তুষ্ট-শিষ্ট রাখিতে পারে না। বরং সকল ক্ষেত্রে 'চাই চাই আরো চাই'–ইহাই যেন তাহার আসল লক্ষ্য! চাই চাই মনোভাবের খেসারত হিসাবে কত কিছু যে নাই নাই হইয়া যায়, তাহা মানুষ ভাবিয়া দেখিবারও সময় পায় না। ইহাই আজিকার দিনের বাস্তবতা। অবস্থা কতটা কঠিন যে, প্রার্থনায় দাঁড়াইয়াও হরহামেশা নানা পার্থিব বিষয়ের উদ্রেক ঘটে মনে! অথচ ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, প্রার্থনালয়ে প্রবেশ করিতে হইবে অন্তরকে 'শূন্য' (জিরো) করিয়া। সহজ করিয়া বলিলে, বস্তুজগতের বিষয়াদি মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিবিষ্ট মন ও চিত্তে সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। জীবনপথে সফলকাম হইবার প্রশ্নে ইহা অতি জরুরিও বটে। রসুল (স.) বলিয়াছেন, 'নামাজের সময় আল্লাহতায়ালা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ (রহমতের) দৃষ্টি রাখেন, যতক্ষণ নামাজি অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না দেয়। যখন সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায়, তখন আল্লাহতায়ালা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন (মুসনাদে আহমদ : ২১৫০৮)। সুতরাং, যে কোনো পরিস্থিতিতেই মনকে শান্ত রাখা অনেক বেশি জরুরি।

সুতরাং চলমান বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। মাটিতে কোনো গর্ত তৈরি হইলে তাহা যদি কেহ পূরণ না-ও করে, একটি সময়ে প্রকৃতির আপন নিয়মে তাহা মাটিভর্তি হইয়া যায়। এই অর্থে, বর্তমান বিশ্বে যেই অস্থিরতা চলিতেছে, তাহারও একসময় পরিসমাপ্তি ঘটিবে–ঘটিতেই হইবে। এই অবস্থায় সকল ধরনের অস্থিরতার মুখে মনকে শান্ত রাখিতে হইবে, ধৈর্য ধরিতে হইবে। বৈশ্বিক রাজনীতিতে নূতন বলয় বা মেরু সৃষ্টির যেই কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি বহুদিন ধরিয়া, তাহা নূতন নূতন সমস্যা দাঁড় করাইয়া দিবে আমাদের সামনে। সেই অস্থির, অশান্ত পরিস্থিতিতে দাঁড়াইয়া শান্তির পথ খুঁজিতে ধৈর্য ধারণ ব্যতীত আমাদের সামনে বিকল্প পথ খোলা নাই।

বাংলাদেশে ভারতের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হাসিনার পতনের ঘটনায় বাংলাদেশে ভারতের প্রভাব কমবে, এমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন সুমিত গাঙ্গুলি

দেশব্যাপী সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৫ আগস্ট) পদত্যাগ করেন। একটি সামরিক বিমানে চড়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি যখন প্রাথমিকভাবে নয়াদিল্লির বাইরে হিন্দন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন, তখন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। তিনি (হাসিনা) যদি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চান, দেশটির সরকার সম্ভবত তাঁকে সেই আশ্রয় দেবে–এমনকি যদি এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন দেখা দেয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সেই সময় যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের জন্য সরকারি চাকরিতে (সিভিল সার্ভিস) কোটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কয়েক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

এই আন্দোলন পরে গণবিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। হাসিনা সরকারের তরফ থেকে তা কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করা হয়। তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং দেশ ছাড়েন।

হাসিনার পদত্যাগের পর মঙ্গলবার দেশটির সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর দেশটির রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন।

বাংলাদেশে ক্ষমতার আকস্মিক এই পরিবর্তন ভারতের জন্য একটি দ্বিধা বা সংশয় হিসেবে হাজির হয়েছে। ঢাকায় নতুন একটি সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে, যা দেশটির বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

সোমবার (৫ আগস্ট) হাসিনার সঙ্গে দোভালের সাক্ষাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, সেটারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হাসিনা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন মোদি। হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইসলামপন্থী কট্টর গোষ্ঠীগুলোকে দমন করতে এবং যৌথ নদীর পানি ভাগাভাগির জটিল ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মোদি হাসিনা সরকারের অনেক ভুলত্রুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন। অপরদিকে ভারত বাংলাদেশকে যথেষ্ট অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিতে ইচ্ছুক ছিল।

ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে দেশ দুটির সম্পর্ক সব সময় মসৃণ ছিল না। এর প্রধান দুটি কারণ হলো, নদীর পানি ভাগাভাগি ইস্যু এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে ভারতের উদ্বেগ। এই উদ্বেগগুলোর একটি হলো, বাংলাদেশ থেকে ভারতে অভিবাসন।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে বাংলাদেশে দীর্ঘ সামরিক শাসনে ভারত সন্তুষ্ট ছিল না। ১৯৭৫ সালের একটি রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা (এবং হাসিনার পিতা) তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি নয়াদিল্লির কাছাকাছি বা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বাংলাদেশের সামরিক সরকারগুলো ভারতের 'বিরক্তিকর' প্রতিবেশী পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

হাসিনার পদত্যাগের ফলে ভারতের এখন দুটি বাধ্যতামূলক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশে যে সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে, সেই সরকারকে নিয়ে আগামী দিনগুলোকে ভারতকে উদ্বিগ্ন থাকতে হবে।

সাম্প্রতিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক ক্র্যাকডাউন চালিয়েছে। এর ফলে দলটির জনসমর্থন নিয়ে সংশয়-সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দলটি ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে, এমন সম্ভাবনা নেই।

হাসিনার আমলে ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লি যে 'আরামদায়ক' সম্পর্ক উপভোগ করেছিল, তা এখন যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সবচেয়ে ভালো যেটা হতে পারে, ভারত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে–এই আশায় যে তারা যাতে দেশে কিছুটা প্রভাব বজায় রাখতে পারে। তবে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ঐতিহাসিকভাবে নয়াদিল্লিকে যেভাবে দেখেছে, তা বিবেচনায় নিলে এটি কোনো সহজ কাজ হবে না।

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যৎ সরকার চীনের দিকে ঝুঁকলে ভারত বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে। ভারত-চীন প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশে চীনের ভূমিকা নিয়ে ভারতের উদ্বেগগুলো বোধগম্য।

সাবমেরিন, ফাইটার জেটসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম অর্জনের জন্য বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক ক্রমবর্ধমানভাবে উষ্ণতা পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। নয়াদিল্লির দুর্ভাবনা আরও বেড়েছে, যখন তারা জানতে পেরেছে, ঢাকা সম্প্রতি বেইজিংয়ের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

উপরন্তু বাংলাদেশ চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে স্বাক্ষর করেছে। ভারত বাংলাদেশকে অবকাঠামোগত উন্নয়নে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হলেও চীনের আর্থিক সম্পদের সঙ্গে কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সম্ভবত এই প্রতিযোগিতার খোরাক জোগাবে।

এরই মধ্যে অন্যতম প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। খালেদা জিয়া একজন প্রয়াত সামরিক কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে ছিলেন। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ মেয়াদ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ভারতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাননি। তিনি বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক জোট করেছিলেন এবং তাদের সরকারে স্থান দিয়েছিলেন। নয়াদিল্লি বিএনপির পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। এটা বিশেষভাবে এই কারণে যে দলটি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

চূড়ান্তভাবে ভারতের অভ্যন্তরের হিন্দু ভোটারদের কথা বিবেচনায় রেখে মোদির সরকারকে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার দিকে নিবিড়ভাবে নজর দিতে হবে। হাসিনার সরকারের পতনের পর কিছু জায়গায় সংখ্যালঘু হিন্দু এবং তাদের উপাসনালয়গুলো আক্রমণের শিকার হয়েছে।

আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে দেখা হয়। হিন্দুদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে যদিও দলটির রেকর্ড ও ভূমিকা অনুকরণীয় ছিল না। সরকার পতনের পর হাসিনার মন্ত্রিসভার একজন সাবেক সদস্য বিষয়টি স্বীকারও করেছেন। মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু সদস্য অতীতে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দশার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ধারণা করা যায়, শিগগিরই মোদির সরকার বাংলাদেশে সংঘটিত এ ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হবে। এমন এক সময়ে এটা করতে হবে, যখন সংসদে দলটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। ভারতের রাজনৈতিক বিরোধীরা, যারা এই ইস্যুতে সরকারের সম্ভাব্য দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন, তাদেরও এ বিষয়ে বেশি দিন নীরব থাকার সম্ভাবনা কম।

এরই মধ্যে ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকারকে নোটিশ দিয়েছে। সংসদীয় অধিবেশনের পরে বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে বাংলাদেশে ভারতের কূটনৈতিক কৌশল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের নৈকট্য এবং দুই দেশকে আবদ্ধ করে, এমন জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধন থাকা সত্ত্বেও মোদি সরকার ঢাকায় তার পছন্দের অংশীদার হাসিনার বিরোধীদের শক্তি ও উগ্রতা অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারত এখন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ একটি আঞ্চলিক সংকটের মুখোমুখি।

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারকে ঢাকায় তার প্রভাবের ব্যাপক হ্রাস রোধ করার চেষ্টা করতে হবে। বিএনপি ও দলটির কিছু ইসলামপন্থী মিত্রদের ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে চীনের প্রভাব যাতে ভারসাম্যের মধ্যে থাকে, সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ফরেন পলিসি থেকে অনুবাদ

সুমিত গাঙ্গুলি ফরেন পলিসির কলাম লেখক এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং ফেলো

- **সাম্প্রতিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক ক্র্যাকডাউন চালিয়েছে। এর ফলে দলটির জনসমর্থন নিয়ে সংশয়-সন্দেহ তৈরি হয়েছে।**
- **হাসিনার আমলে ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লি যে 'আরামদায়ক' সম্পর্ক উপভোগ করেছিল, তা এখন যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।**
- **ভারত-চীন প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশে চীনের ভূমিকা নিয়ে ভারতের উদ্বেগগুলো বোধগম্য।**
- **আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে দেখা হয়। হিন্দুদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে যদিও দলটির রেকর্ড ও ভূমিকা অনুকরণীয় ছিল না।**
- **ভারত এখন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ একটি আঞ্চলিক সংকটের মুখোমুখি।**

শেখ হাসিনার পরিণতি থেকে কি দিল্লি শিক্ষা নেবে

হরিশ খারে

বিষয়টা কাকতলীয়ই বটে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে উড়াল দিতে বাধ্য হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০২৯ সালের পরও অবশ্যম্ভাবীভাবে বহাল থাকার কথা বলছিলেন। শেখ হাসিনা ঠিক যেভাবে তাঁর অপরিহার্যতার কথা বিশ্বাস করতেন, ঠিক সেভাবেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ডান হাত নিজেকে তো বটেই, সম্ভবত তাঁর নেতাকেও এটা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে মোদি হাল ধরে না থাকলে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে। গত রোববার চণ্ডীগড়ে এক সমাবেশে অমিত শাহ বলেন, 'বিরোধীরা যা ইচ্ছা, তা বলতে পারে। তবে আমি এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে ২০২৯ সালে প্রধানমন্ত্রী আবার ক্ষমতায় আসবেন।' কতটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি, ভাবা যায়!

অবশ্যই ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো সব গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অংশীজনকে এই বার্তা দেওয়া যে দুই মাস আগে লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা মোদির শাসনকে তিরস্কার করলেও তা গুরুত্বসহকারে না নেওয়া। অবশ্যই যখন উজ্জীবিত বিরোধীরা সংসদে তাদের সক্রিয় উপস্থিতি অনুভব করাচ্ছেন, তখন মোদির কোটারিদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে বৈকি। কারণ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগে অনেকেই আর তাঁদের প্রতিশোধপরায়ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে তেমন উৎসাহ দেখাবেন না। অবশ্যই মোদির সরকার এটা অবগত আছে যে লক্ষ্ণৌ থেকে শুরু হওয়া বিজেপির মধ্যে অস্বস্তি ও অবাধ্যতার গুঞ্জন এখন একটি সমালোচক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সম্প্রতি শেখ হাসিনা 'নির্বাচিত' হয়েছিলেন এমন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে, যার গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি ছিল। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনপ্রক্রিয়া বর্জন করে। অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের কোনো ভানও করা হয়নি।

আমাদের নিজ দেশে অনেকে মনে করেছিলেন যে নির্বাচন কমিশনের ওপর মোদি সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় বিজেপি-বিরোধী দলগুলোর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে দূরে থাকা উচিত হবে। তবে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ফলে নিন্দুকেরা সার্বিকভাবে সংবিধানের ওপর কিছু বিশ্বাস ফিরে পান। তারপরও নির্বাচন কমিশন সবার কাছ থেকে নিঃশর্ত মর্যাদা অর্জনে ব্যর্থ হয়। আর এটাই হলো বিরোধীদের সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা–প্রত্যেক অংশীজনকে, ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধান বিচারপতি, লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হয়ে প্রত্যেক গভর্নর পর্যন্ত সবাইকে এটা দেখিয়ে দেওয়া যে যদি গণতান্ত্রিক বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে দেওয়া না হয়, তাহলে যা থাকবে, তা হলো রাস্তার কোলাহল। ঢাকায় যা ঘটেছে, তা থেকে মোদি-শাহ দলের সংযত হওয়া প্রয়োজন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ (আগস্ট ৫ ২০২৪) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার সরকার সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে গিয়ে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'এই সরকার একটা মিথ্যা রচনার কারখানা, যারা ক্রমাগত মিথ্যা, মিথ্যা ও মিথ্যা বলে গেছে এবং নিজেদের রচিত মিথ্যা বিশ্বাস করতেও শুরু করেছে।' প্রতিটি নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে এই জোরাজুরি দেখা যায়। তথ্য ও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে মোদির সরকারের আচরণে একই ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এরা সব আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন ও মতামত প্রত্যাখ্যান করেছে; এমনকি গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য পরিমাপের সব আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও মাপকাঠি নাকচ করে দিয়েছে। নাগরিক সমাজ ও তাদের সমালোচনাকে এই বলে নাকচ করেছে যে তারা আসলে ভারতমাতার বদনামকারী এবং দেশের স্থিতিশীলতা বিনাশ করতে চায়। এখন মুখের ওপর ভোটারদের চপেটাঘাত খেয়েও তা হজম করতে পারছে না। আর তাই মোদির লোকলস্করেরা ডিজিটাল মাধ্যমে সব মুক্তকণ্ঠ রুদ্ধ করতে চাইছে।

গত ১০ বছরে এটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে জাতীয় শাসনের সমস্যা ও জটিলতা নিরসনে নরেন্দ্র মোদির প্রকল্প কোনো সমাধান দিতে পারেনি। আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রচারণা বাদ দিলে মোদির এক দশকের সরকার অদক্ষতা, অসংবেদনশীলতা ও অক্ষমতায় ভরপুর। আর তা হয়েছে এ জন্য যে একটা বিভ্রান্তকর ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ জায়গা থেকে দাবি করা হয়েছিল যে একজন সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত কান্ডারি 'ভঙ্গুর' ব্যবস্থা মেরামত করতে পারে।

১০ বছর পর ভারত অধিকতর দুর্নীতিপ্রবণ না হলেও ২০১৪ সালে যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গাতেই আছে। এটা অধিকতর অন্যায্য, বৈষম্যপ্রবণ ও অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে প্রতিটি ভালো স্পন্দন, প্রতিটি সুস্থ ধারা, প্রতিটি প্রশংসাযোগ্য রাষ্ট্রাচার, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে এক ব্যক্তির মহিমা ও ক্ষমতার স্বার্থে উৎকোচদুষ্ট করা হয়েছে। আর আমরা এখন বাংলাদেশ মডেলের সঙ্গে প্রেমের বাঁধন তৈরির কাছাকাছি চলে এসেছি।

শাসকগোষ্ঠীর আত্মদুর্নীতি মোদি সরকারের ন্যায্যতার দাবিকে গিলে খেয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের ঘটনা আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে দাবিই করুন না কেন, গণতন্ত্র কখনো রাজা বা সম্রাটকে নির্বাচিত করে না। গণতন্ত্র বেছে নেয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে এবং তা সংবিধানপ্রদত্ত বৈধতা থেকে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার মানে হলো জবাবদিহিমূলক সরকার। বিজেপি ও আরএসএস যদি মনে করে যে তারা সংবিধানিক প্রক্রিয়াকে অপব্যবহারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিকৃতি ঘটাতে পারবে, তাহলে তারা মারাত্মক ভুল করবে।

ইতিহাসের অমোঘ সত্য হলো প্রত্যেক একনায়কই মনে করে যে তারা তাদের দেশে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও শান্তি বয়ে আনতে পারবে, যদি শুধু তারা দেশের মধ্যে নাগরিক সমাজের বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর ও বিরোধীদের সমালোচনাকে থামিয়ে দেয়। শেখ হাসিনা প্রথম ও শেষ শাসক নন, যিনি এই মোহের ফাঁদে পড়েছিলেন। প্রত্যেক (স্বৈর) শাসকই উন্মাদনায় মেতে ওঠে আর শেষ পরিণতিতে সেনাবাহিনী অথবা উন্মত্ত জনতা শাসকের প্রাসাদ তছনছ করে দেয়।

শেখ হাসিনার ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিগত শাসন আদলের পরিণতি থেকে যথাযথ শিক্ষা নেওয়ার মতো প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা আমাদের এখানে অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডার আছে বলে কেউ মনে করে না। তবে যে কেউই আস্থাবান হতে পারে যে ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো আবার তাদের শক্তি অর্জন করবে এবং মোদি সরকারের নিরাময় না হওয়া সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। ঢাকার পরিণতি নয়াদিল্লিতে পুনরাবৃত্তি হওয়ার কোনো দরকার নেই।

হরিশ খারে ভারতীয় সাংবাদিক। ২০০৯-১২ সময়কালে প্রধানমন্ত্রীর গণমাধ্যম উপদেষ্টা ছিলেন। দ্য ওয়ার ডট ইনে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজ থেকে বাংলায় রূপান্তর

প্রথম নজর

আরজি কর কাণ্ডের পর হাসপাতালগুলির জন্য বিশেষ হেল্প লাইন চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এর ঘোষণা অনুযায়ী কলকাতা পুলিশের তরফ এ হেল্পলাইন নাম্বার চালু করা হয়। হাসপাতাল সংক্রান্ত হেল্পলাইন নাম্বার হল ১ ৮ ০০৩৪৫৫৬৭৮ ।সেই দিন রাতের কর্তব্যরত আরজি কর হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশন অফ পুলিশ চন্দন গুহকে সরানো হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সঠিকভাবে নিরাপত্তা রয়েছে কিনা তা তিনি দেখভাল করেননি। রবিবার ফের স্পট ভিজিট করতে আরজিকর হাসপাতালে বিকেলে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের সাথে এক প্রস্থ বৈঠকও করেন।তদন্ত সেরে বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানান,স্টুডেন্টদের যে কোয়ারি ছিল সেটা এড্রেস করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত জয়েন সিপি ক্রাইম মুরলীধর শর্মা উনি রবিবার নিহত চিকিৎসকের ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। ফ্যামিলিকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন তিনি। ওনাদেরও যে কোয়ারি ছিল এড্রেস করা হয়েছে। আমরা মনে করি পরিবার স্যাটিসফাই। তাও ওনাদের কোন কোয়ারি থাকলে আমাদের বলতে পারেন। নানা ধরনের গুজব রটছে। সেগুলো হল অনেকগুলো লোক যুক্ত রয়েছে। কাউকে প্রটেক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইগুলো গল্প বানানো হচ্ছে। এইভাবে অভিযোগ গুলির বিরুদ্ধে সরব হন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তিনি বলেন,যদি কারোর কোনো কোয়ারি থাকে, আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন। স্টুডেন্টরাও যদি মনে করেন আরো কেউ যুক্ত থাকতে পারেন তাহলে আমাদের জানাবেন। পুলিশ কমিশনারের দাবি, ফরেনসিকের সঙ্গে কথা বলা হবে দেহে আঘাত এর বিষয়ে। সিসিটিভি ব্যাপারেও বলেছি সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইনস যে রয়েছে তা যথাযথ মেনে তদন্ত হবে।

মগরাহাট অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুলে ক্ষুদিরাম বসু স্মরণ

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: রবিবার ২০২৪ আপোষহীন ধারার মহান বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মগরারহাট অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউশন স্কুলে দিনটি যথা যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে এই সভা হয়। এই সভায় প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হরিশংকরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মগরাহাট আঞ্চলিক বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটি পরিচালিত ফ্রি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক মাননীয় বাবলু মন্ডল, পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বেনীপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ও মগরাহাট আঞ্চলিক বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য মিজান ফকির।
এই সভায় আর জি কর মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের প্যারামেডিকেল ছাত্রী মধুমিতা দেবনাথ এর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এক মিনিট নীরবতা পালন করা ও শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মরণে শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। শপথ বাক্য পাঠ করেন শিক্ষক মিজান ফকির। সভার শেষে কোচিং সেন্টারের শিক্ষক মাননীয় সোমনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের নিয়ে স্কুলের কোচিং সেন্টার থেকে মগরাহাট রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত প্রভাত ফেরি হয়।

আরজি করে ডাক্তার খুনের প্রতিবাদে মিছিল চণ্ডীপুরে

শেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানা এলাকায়। রবিবার এসএফআই এবং ডি ওয়াই এফ আই এর পক্ষ থেকে চন্ডিতলা গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। এই বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন প্রসঙ্গে বাম যুবনেতা অরিজিৎ মিত্র জানান, প্রশাসনকে আমরা এক সপ্তাহের সময় দিচ্ছি। সেই সময়ের মধ্যে যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করা হয়। আর প্রশাসন যদি কোন রকম ঢিলামি করে তহালে তার প্রতিবাদে নামব। আমরা এক সপ্তাহের পর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবো।

জলের তলায় অস্থায়ী রাস্তা, ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হওয়ায় পাকা সেতুর দাবি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের বড় চাতড়া গ্রাম ও নিমতলার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে শালী নদী। এলাকার ২০ থেকে ২৫ টি গ্রামের মানুষের পারাপারের জন্য এই নদীর ওপর এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই একটি কংক্রিটের সেতুর দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন মহলে। তাদের এই দাবি পূরণ না হওয়ার জন্য এই শালী নদীর উপর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল একটি অস্থায়ী কাঁচা রাস্তা। শালী নদীর বন্যায় এখন সেই রাস্তা জলের তলায়।
স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছে এলাকার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে কৃষক এবং মুমূর্ষ রোগীরা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত ছিল এই রাস্তা দিয়ে। রাস্তা জলের তলায় চলে যাওয়ায় রীতিমতো জীবন হাতের মুঠোয় নিয়েই পারাপার করে এলাকার মানুষজন। একইভাবে এদিন জলের স্রোতে ডুবে যাওয়া এই রাস্তা দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে হঠাৎ করেই জলে ডুবে যায় এক যুবক কোনক্রমে সাঁতরে প্রাণে বাঁচে সে। পাশাপাশি মাথায় সাইকেল নিয়ে পারাপার করতেও দেখা যায় এলাকার মানুষকে। স্থানীয়দের আরো দাবি ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে গিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার।
সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল ব্যানার্জি জানান ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ওই এলাকায় রাস্তা সহ ব্রিজ তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির নেওয়া শুরু হয়েছে। এমনকি এস্টিমেট তৈরি হচ্ছে। এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান হবে। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা ওখানে একটি ব্রিজের অতি অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। এই এলাকায় ব্রিজ তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই তিনি বিধানসভায় দরবার হয়েছেন। দরবার হয়েছেন জেলাশাসকের কাছেও। এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান হবে।
বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ ঝুঁকির যাতায়াত নিয়ে বলেন এটি আমাদের এখানে একটি সমস্যা, স্থানীয় সমস্যা। বর্ষার সময় এই ধরনের যাতায়াত খুব ঝুঁকির হতে পারে। কিছুদিন আগেই পাত্রসায়েরে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আমরা সব মানুষকে অনুরোধ করব যাতে করে তারা এইভাবে বিপদজনকভাবে নদী বা খাদ পারাপার না করেন।
সচেতনতার প্রচারের জন্য পঞ্চায়েতকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টায় বানচাল করে দিল পুলিশ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক ডাকাতির চেষ্টায়। বানচাল করে দেয় পুলিশ। একজনকে পুলিশ ধরে ফেললে বাকিরা পালিয়ে যায়। শনিবার গভীর রাতে বড়ঞা থানার আন্দি গ্রামে পিছনের জানালার গ্রিল কেটে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে লুট করতে এসে পুলিসের জালে আপাতত একজন। উত্তর২৪ পরগণার অলোক রায় নামে ওই দুষ্কৃতীকে পাঁচদিন পুলিস হেফাজত দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গভীর রাতে আন্দি বাজার এলাকার দুষ্কৃতী দলটি ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড় হয়। এরপর তারা ওই ব্যাঙ্ক লুট করার পরিকল্পনা করে। সামনের দরজা দিয়ে ঢোকা সম্ভব নয় দেখে পিছনের জানালার কাছে হাজির হয়। ওই দলে অন্তত চারজন ছিল বলে পুলিসের অনুমান। দুষ্কৃতী দলটি ব্যাঙ্কের পিছনের একটি জানালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। এরপর একটি লোহার সাটারও ভাঙা হয়। এরপর সোজা ভল্টের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। ভল্ট লোহার শাবল দিয়ে ভাঙার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু তা করতে গিয়েই বিপত্তি। বেজে উঠে ব্যাঙ্কের এলার্ম। সেই সময় আন্দি বাজারে কর্তব্যরত পুলিসের দলটি ব্যাঙ্কের কাছাকাছি ছিল। পুলিসের আসা দুষ্কৃতী দলটি দেখতে পেয়েই ফের ভাঙা জানালা দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করে পুলিস। এরপর অনেকটা পথ পেরিয়ে স্থানীয় কাটনা গ্রামের কাছে এক দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলা হয়। ধৃতের নাম অলোক রায়। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহ থানার সোদপুর ইন্দিরা কলোনিতে। পুলিস ধৃতের কাছে থেকে দুটি তিন ফুটের লোহার শাবল, একটি কাটার, প্লাস্টিকের থলে সহ অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতকে এদিন কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে এসিজেএম সৈকত সরকার পাঁচদিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিসের বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতী দলটিতে অন্তত চারজন ছিল। এর পিছনে বড় একটি চক্র কাজ করছে। এমনকি স্থানীয় কয়েকজন যুবকও ওই চক্রে জড়িত। এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বাসিন্দা শৌভিক মুখোপাধ্যায় বলেন, রাতে এই জায়গায় কোন লোকজন থাকে না। কিন্তু জনবহুল এলাকা। এখানে ২৪ ঘন্টা পুলিস প্রহরা থাকে। যদিও ওই ব্যাঙ্কের কোষাধাক্ষ্য প্রতাপ বিশ্বাস বলেন, ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে। যে কারণে ভল্ট ভাঙার আগেই এলার্ম বেজে উঠে। দুষ্কৃতীরা একটি সিপিইউ নিয়ে পালিয়েছে।

তারা পাবলিক স্কুলে নিট উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা ও অভিভাবক সভা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমহনা পঞ্চায়েতের ভুলকি তারা পাবলিক স্কুলে এক বিশেষ অভিভাবকসভা এবং নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। রবিবারের এই অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন ছিল উৎসাহের, তেমনি এলাকার জনগণের কাছেও এক বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
অনুষ্ঠানটির সূচনা পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে করা হয়, যা সবার মনকে পবিত্রতার ছোঁয়া দেয়।
এরপর, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় কবিতা আবৃত্তি ও বক্তব্যে অংশগ্রহণ করে। তাদের সুন্দর পরিবেশনা শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও স্কুলের সফলতা প্রকাশ করে।
মোহাম্মদ মতিউর রহমান, ভুলকি তারা পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকে জানান, “এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিভাবক সভা এবং আমাদের এলাকার নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। এবং তাদের ভবিষ্যতের পথে আরো এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা। আমরা চাই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের সেরা প্রমাণ করুক।”

নবগ্রামে বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূলে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামে আবারো ভাঙ্গন বিরোধী শিবিরে। বাম কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী অঞ্চলে। সেই সঙ্গে রাজ্য হজ কমিটির পুনরায় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় খলিলুর রহমানকে সংবর্ধনা ব্লকসহ অঞ্চল নেতৃত্বের।
জানা যায় নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও কিরীটেশ্বরী অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার বৈকালে নবগ্রামের নারিকেল বাগান বাগমারা স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের সভা। দলীয় সূত্রে খবর এদিনের সভায় বাম কংগ্রেস থেকে কিরীটেশ্বরী অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ২০০ অধিক কর্মী সমার্থক বাম কংগ্রেস ছেড়ে যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সাংসদ, বিধায়ক ও ব্লক নেতৃত্ব। অন্যদিকে রাজ্য হজ কমিটির পুনরায় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। এদিন তাকে ব্লক নেতৃত্ব সহ শুভেচ্ছা জানান তৃণমূলের অঞ্চল ও স্থানীয় নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি আসিফ ইকবাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাধ্যক্ষ আনসার আলী ও প্রনব চন্দ্র দাস। কিরীটেশ্বরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সভাপতি রমজান আলী ও নব কুমার ঘোষ, অঞ্চল চেয়ারম্যান হাফিজুল শেখ হ্যাপি সহ উপস্থিত ছিলেন নেতৃত্ব।

বিপ্লবী নানু ঘোষের স্মরণে মৌন মিছিল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: প্রয়াত নেতা বিপ্লবী নানু ঘোষের ৫০'তম স্মরণসভা উপলক্ষে মৌন মিছিল বের হয় উলুবেড়িয়ার নানু ঘোষ ভবনের সামনে থেকে উলুবেড়িয়া লকগেট ময়দান বিপ্লবী নানু ঘোষের মূর্তির পাদদেশে পর্যন্ত।যেখানে উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক(বাংলা কমিটির)রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক জগন্নাথ ভট্টাচার্য,শৈলেন মণ্ডল,ফরওয়ার্ড ব্লক হাওড়া জেলা সম্পাদক কুতুবুদ্দিন আহমেদ,জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মতিহার রহমান মল্লিক,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ লোকাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক জামিউস শরিয়ত মল্লিক প্রমুখ। উল্লেখ্য, স্মরণসভা উপলক্ষে রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৩০ জনের মতো রক্তদান করেন।

খাকুড়দহ হাটে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার খাকুরদহ হাট এলাকায় রবিবার বিকালে আচমকা দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব।চারটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি হঠাৎ একদল দুষ্কৃতী এসে এদিন বিকালে হাটের দোকানে তান্ডব চালায়।তাঁরা দু-তিন রাউন্ড গুলি ও চালায় বলে অভিযোগ।আর এই ঘটনায় আচমকা ঘটায় ভীত হয়ে পড়েন দোকানদার থেকে সাধারণ মানুষ।তড়িঘড়ি সব দোকান বন্ধ করে পালায়।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।আর এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছে।আহতের নাম তরুণ মন্ডল।আহত ব্যক্তি বর্তমানে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এলাকায় উত্তেজনা থাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।তবে কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বিধায়কের উদ্যোগে চারা গাছ বিতরণ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: একটি গাছ- বহু প্রাণ। গাছ লাগান- প্রাণ বাঁচান।গাছ আনে বৃষ্টি- প্রকৃতির সৃষ্টি- হ্যাঁ,সেই কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে কমবেশি সকলেই ভুক্তভোগী।আর এই বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহ প্রভাব থেকে নিস্তার পেতে বেশি বেশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।সেরূপ পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে “একটি গাছ মায়ের নামে” নামক কর্মসূচির মাধ্যমে রবিবার দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপ সাহার উদ্যোগে খয়রাশোল বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় পথ চলতি মানুষদের হাতে বিভিন্ন ফল জাতীয় গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা বলেন বিশ্ব উষ্ণায়ন, অনাবৃষ্টি তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে নানান ধরনের পাঁচশত চারা গাছ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক বাপী চক্রবর্তী সমাজসেবী অনুপম বাগ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাপে কাটা বধূ সাপ নিয়ে হাসপাতালে

সুভাষ চন্দ্র দাশ● ক্যানিং

আপনজন: চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বধু।সাপটি তৎক্ষণাত মেরে ফেলেছিলেন। তারপর ওঝা-গুণীনের কেরামতি। দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা সময় অতিবাহিত।বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বধু। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানা এলাকার বাসিন্দা গৃহবধু স্বর্ণালি মাঝি।
রবিবার ভোর ৪ টে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকর্ম করতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় একটি চন্দ্রবোড়া সাপের ওপর তার ডান পা উঠে গেলে কামড় দেয়। মুহূর্তে সাপটি মেরে ফেলেন। এরপর সাপ নিয়ে সোজা হাজির হন স্থানীয় এক ওঝা-গুণীনের কাছে। সেখানে চলে ওঝা-গুণীনের কেরামতি। দীর্ঘ প্রায় ১৫ ঘন্টা এমন চলার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তখন সাপ সহ ওই বধু চিকিৎসার জন্য রাত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যান।

বাংলাদেশের ছাত্রনেতা ধৃত রঘুনাথগঞ্জে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বাংলাদেশে ছাত্রনেতা অভ্যুত্থানে পতন হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে শেখ হাসিনা। তবে শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগের কর্মী সমর্থক অনেকেই গোপন আস্তানায় দেশে আছেন। বাংলাদেশে ঘটছে হিংসার ঘটনা, তারিই প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে বিএসএফের হাতে পাকড়াও বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের এক ছাত্রনেতা। শনিবার রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বয়রাঘাট বিওপি এর ১১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিস জানিয়েছে, ধৃত ওই ছাত্রলীগ নেতার নাম আব্দুল কাদির (২৭)। তার বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলায়। রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমার বিশেষ আদালতে পেশ করা হয় ধৃতকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ক্ষুদিরাম স্মরণে আত্মোৎসর্গ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বজবজ

আপনজন: রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মোৎসর্গ দিবস পালিত হল। এদিন সকালে বজবজ পৌরসভার নন্দনপুর এলাকায় নবউন্মেষ(সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ)-র ছাত্র যুব কর্মীরা ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।এরই পাশাপাশি আর.জি.কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রতিবাদ কর্মসূচী সংগঠিত হয়। তাদের বক্তব্য এই ধরনের ঘটনা সভ্য সমাজের লজ্জা, অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এদিনের কর্মসূচীতে মানবাধিকার কর্মী সুজয় দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন “শহীদ ক্ষুদিরাম বসু সহ এদেশের প্রগতিশীল বিপ্লবী ও মনীষীদের জীবন সংগ্রামের শিক্ষা ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে, ক্রমাগত ছাত্রযুব সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হচ্ছে।

ভাঙন দুর্গতদের বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক মেজাজ হারালেন

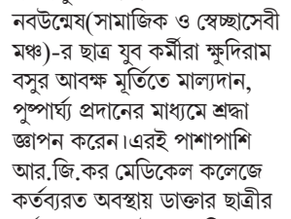

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার বেশ কিছু এলাকা গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙনের কবলে। এবার সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে দুর্গতদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারালেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি। তিনি পুলিশ দেখিয়ে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করার হুঁশিয়ারি দেন। রবিবার এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় মালদার রতুয়া-১নং ব্লকের মহানন্দাটোলা অঞ্চলের শ্রীকান্তটোলা এলাকায়। যদিও শেষমেশ চাঁচল মহকুমা । শাসক বিধায়ককে শান্ত করে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন বলে জানা গেছে। যদিও এলাকার মানুষের ক্ষোভ কমেনি। তাদের দাবি অবিলম্বে ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে।

কৃষি খামারে সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমাস

আপনজন: রাজ্য সংগীত একাডেমি ও পূর্ব বর্ধমান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে তিন দিনের সংগীত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো পূর্ব বর্ধমানের কৃষি খামার ইটিসি বিল্ডিং এ। এই তিন দিনের কর্মশালায় সংগীতের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র। এই তিন দিনের কর্মশালা তে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের শেষে ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী লোপমুদ্রা মিত্র তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। পূর্ব বর্ধমানের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম সংকর মন্ডল বলেন ৪০ জন ছাত্রছাত্রী আনন্দের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

টাইব্রেকারে ইউনাইটেডকে হারিয়ে কমিউনিটি শিল্ড সিটির

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১ (৬)-(৭) ১ ম্যানচেস্টার সিটি

৮২ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচো যখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দিলেন, ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের লাল অংশে তখন উৎসবের আমেজ। ৮৯ মিনিটে বের্নার্দো সিলভার গোলে ইউনাইটেডের ক্ষণিকের উৎসব বিলীন হয়ে গেলে ওয়েম্বলির আকাশি-নীল অংশ ভাসে আনন্দে। এরপর সেই সিলভাই টাইব্রেকারের শুরুতে গোল করতে ব্যর্থ হলে আবারও শুরু হয় লাল উৎসব। প্রথম শট নিতে আসা ব্রুনো ফার্নান্দেজ গোল করার পর তো মনেই হচ্ছিল টানা চতুর্থবারের মতো এফএ কমিউনিটি শিল্ডে হারতে চলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর পেনাল্টি শুট আউটেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল সিটি। রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেডকে ৭-৬ ব্যবধানে হারিয়ে মৌসুমের সূচনাসূচক ট্রফি এফএ কমিউনিটি শিল্ড ঘরে তুলল পেপ গার্দিওলার দল।

কমিউনিটি শিল্ডে আগের তিন বছর আর্সেনাল, লিভারপুল ও লেস্টার সিটির কাছে হেরেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। সর্বশেষ এফএ কাপ ফাইনালেও এই ইউনাইটেডের কাছেই হেরেছিল তারা। আজ এরিক টেন হাগের দলকে হারিয়ে সেটারই 'প্রতিশোধ' নিল গার্দিওলার দল। এ নিয়ে সপ্তমবারের মতো কমিউনিটি শিল্ড জিতল সিটি।

১১৫ বছরের পুরোনো কমিউনিটি শিল্ডে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিট খেলা হয় না। সমতায় থাকলে ম্যাচ সরাসরি চলে যায় টাইব্রেকারে। সেখানে বের্নার্দো সিলভা প্রথম শটে গোল করতে ব্যর্থ হলেও কেভিন ডি ব্রুইনা, আর্লিং হলান্ড, সাভিনিও, এদেরসন, মাথেউস নুনেস, রুবেন দিয়াজ ও মানুয়েল আকানজি জাল খুঁজে নেন।

আটটি করে শটের এই টাইব্রেকারে ইউনাইটেডের জেডন সাঞ্চোর শট রুখে দেন সিটি গোলকিপার এদেরসন। আর জনি ইভান্সের শট চলে যায় বারপোস্টের ওপর দিয়ে।

রশিদের বলে ৫ বলে ৫ ছক্কা মারলেন পোলার্ড

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট কাইরন পোলার্ড কোথাও কোচ, কোথাও খেলোয়াড়। আইপিএলে মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ তিনি। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্বেও ছিলেন এই অলরাউন্ডার।

আবার খেলোয়াড় হিসেবেই সেই পোলার্ডই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাঠেও। এবার দ্য হানড্রেডে ৫ বলে ৫টি ছক্কা মেরেছেন পোলার্ড। সেটাও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা বোলার রশিদ খানকে।

১০০ বলের এই টুর্নামেন্টে গতকাল সাউদাম্পটনে ট্রেন্ট রকেটসের মুখোমুখি হয়েছিল পোলার্ডের সাউদার্ন ব্রেভ। আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ১০০ বলে ১২৬ রান তোলে ট্রেন্ট রকেটস।

পোলার্ডের ২৩ বলে ৪৫ রানের ইনিংসে সেই রান ১ বল বাকি থাকতে তাড়া করে সাউদার্ন ব্রেভ। ২৩ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলা পোলার্ড ইনিংসের একপর্যায়ে করেছিলেন ১৪ বলে মাত্র ৬ রান। এরপরও রশিদের ওপর ঝড় চালান পোলার্ড। তাতে ২০ বলে ৪৯ রানের সমীকরণ নেমে আসে ১৫ বলে ১৯ রানে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও এর আগে ৬ বলে ৬ ছক্কা মেরেছিলেন পোলার্ড। ২০২১ সালে আকিলা ধনাঞ্জয়ার বলে এই কীর্তি গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার। টি-টোয়েন্টি বা হানড্রেডে রশিদের সবচেয়ে খরচে ওভার ছিল এটি। ম্যাচ শেষে পোলার্ড বলেছেন, 'আমি ওর বিপক্ষে অনেক খেলেছি। অনেকবার আউটও হয়েছি। কী হচ্ছে, সেটা আমি দেখছিলাম। তবে আমি জানতাম, রশিদ কোন লেংথে বোলিং করবে। ও যদি ফুল লেংথে বোলিং করে, আমি আমার শক্তির জায়গা অনুযায়ী সোজা মারব, ও তিনটা ফুল লেংথে বল করেছে, যা আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তখন থামার অবস্থা ছিল না, সর্বোচ্চ রান নিতেই হতো। রশিদ দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু এটা এমন একটা দিন, যেদিন আমি জিতেছি।'

নীরজের মা আমারও মা, বললেন পাকিস্তানের সোনজয়ী আরশাদ

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক টানা পোড়োনের কারণে দুই দেশ ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক শীতল হলেও ক্রীড়াবিদদের কাছে সম্পর্কটা তেমন নয়। পরস্পর একে অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন দুই দলের ক্রীড়াবিদরাই। সাম্প্রতিক সময়ে এই সম্পর্কতে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করেছেন দুই জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া ও আরশাদ নাদিম। আরশাদ ও নীরজের মন্তব্যে বরাবরই উষ্ণ সম্পর্কের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। সুযোগ পেলেই দুজন দুজনের দারুণ প্রশংসা করেছেন। প্যারিস অলিম্পিকে সেই মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু নিজেদের মধ্যেই নয়, উষ্ণ সম্পর্কের রেশ পড়েছে দুই পরিবারের মধ্যেও। অলিম্পিকে রেকর্ড ৯২.৯৭ মিটার দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপ করে সোনা জেতা আরশাদকে নিজের ছেলে বলেই সম্বোধন করেছিলেন নীরজের মা সরোজ দেবী। সেটার প্রতিদান যেন এবার দিলেন পাকিস্তানি জ্যাভলিন তারকা। আজ দেশে ফেরার পর বন্ধুপ্রতিম প্রতিদ্বন্দ্বী নীরজের মাকে নিজের মা বলেই সম্বোধন করেছেন আরশাদ। গত ৪০ বছরে ইতিহাসে পাকিস্তানকে প্রথম স্বর্ণ এনে দেওয়া তারকা বলেছেন,'একজন মা সবার মা। তিনি সকলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। নীরজের মায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমারও মা। আমার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন। দক্ষিণ এশিয়া থেকে আমরা দুজনই শুধু বিশ্বমঞ্চে পারফর্ম করেছি।' এর আগে আরশাদের মা রাজিয়া পারভিনও অলিম্পিকে রুপা জয়ী নীরজকে নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করেন।

শত্রুভাবাপন্ন দুই দেশের মানুষদের মাঝে যেন শান্তির বার্তাই ছড়িয়ে দিচ্ছেন নীরজ-আরশাদ।

অলিম্পিকের শেষ ইভেন্টে সোনা জিতে পদকে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিকের শেষ ইভেন্ট মেয়েদের বাস্কেটবল ফাইনালে দুর্দান্ত এক ম্যাচই উপহার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। ১ পয়েন্টের ব্যবধানে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের' শেষ সোনা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েরা। তবে ম্যাচটা অন্যরকম হতে পারত। যদি স্বাগতিক ফ্রান্সের বাস্কেটবল তারকা গ্যাবি উইলিয়ামসের পা লাইনের ভেতরে না যেত। তখন ২ পয়েন্টের বিপরীতে ৩ পয়েন্ট পেলেই ম্যাচ টাই হয়ে যেত। সেটা না হওয়ায় ৬৭-৬৬ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে পদকের লড়াইয়ে শীর্ষে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মেয়েদের বাস্কেটবলের ম্যাচের মতোই সোনার পদকের লড়াইটাও বেশ জমে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যেকার। শেষ ইভেন্টে যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েরা সোনা জিততে না পারলে পদকের লড়াইয়ে দুইয়ে থেকে শেষ করতে হতো তাদের। তখন ৪০ সোনা নিয়ে শীর্ষে থাকত চীন। তবে শেষটায় সোনা জিতে এই পদকে চীনকে স্পর্শ করে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের সমান ৪০ সোনা হলেও রুপায় চীনকে পেছনে ফেলেছেন সিমোন বাইলস ও নোয়াহ লাইলসরা। যার ফল হিসেবে ১২৬ পদক জিতে চূড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। ৪০ সোনার বিপরীতে ৪৪ রুপা এবং ৪২ ব্রোঞ্জ জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে দুইয়ে থাকা চীনের ৪০ স্বর্ণের বিপরীতে ২৭ রুপা ও ২৪ ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে তাদের পদক ৯১ টি। তিনে আছে জাপান। তাদের মোট ৪৫ পদকের মধ্যে ২০ সোনা, ১২ রুপা আর বাকি ১৩টি ব্রোঞ্জ।

চারে আছে অস্ট্রেলিয়া। তারা ১৪ সোনা ও ১৯ রুপার বিপরীতে ১৬ ব্রোঞ্জ জিতেছে। আর পাঁচে রয়েছে স্বাগতিক ফ্রান্স। ১৬ সোনার বিপরীতে ২৬ রুপা এবং ২২ ব্রোঞ্জ জিতেছে তারা। সবশেষে টোকিও অলিম্পিকেও পদকের শীর্ষে ছিল এই তিন দেশ।

প্যারিসে মোট অংশ নেওয়া ২০৬ দেশের মধ্যে মোট পদক জিতেছে ৮৯টি।

ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত অলিম্পিক আয়োজনের পরিকল্পনা লস অ্যাঞ্জেলেসের

আপনজন ডেস্ক: আজ রাতে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক। ২০২৮ সালে পরের অলিম্পিক হবে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। সেই আসরের প্রায় চার বছর বাকি থাকলেও এখন থেকেই বড়সড় পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে আয়োজকেরা।

জনসংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেস। ভয়াবহ যানজটের জন্য শহরটির 'কুখ্যাতি' আছে। তবে ২০২৮ অলিম্পিকের সময় যানজট নিরসনে ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত আসর আয়োজনের পরিকল্পনা করছে আয়োজকেরা। এটি বাস্তবায়ন করতে দর্শকদের গণপরিবহনে অলিম্পিক ভেন্যুতে যেতে বাধ্য করবে তারা।

২০২৮ অলিম্পিকের পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নিতে প্যারিসে গেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস। আজ রাতে প্যারিস অলিম্পিকের সমাপনী অনুষ্ঠানে ব্যাসের হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে তিনি হবেন অলিম্পিক পতাকা গ্রহণ করা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র।

প্যারিসেই গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ব্যাস বলেছেন, 'শহরের প্রধানেরা চান লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক কারমুক্ত (ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত) হোক। আমরা গণপরিবহনে বিনিয়োগ করব এবং ইভেন্ট চলাকালে শহরবাসীকে করোনাকালের মতো দূরে থেকে (বাসায় বসে) কাজ করতে উৎসাহিত করব।'

ব্যাস আরও বলেন, 'ব্যক্তিগত গাড়ি না থাকার অর্থ হলো অলিম্পিক ভেন্যুতে যেতে আপনাকে গণপরিবহন ব্যবহার করতে হবে। সেটা নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের পরিবহনব্যবস্থা আরও উন্নত করছি।' ২০২৮ অলিম্পিকের সময় যানজট নিরসনে ৩ হাজারের বেশি বাস যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করতে হবে বলেও জানিয়েছেন ব্যাস।

লন্ডন, প্যারিসের পর তৃতীয় শহর হিসেবে অলিম্পিক আয়োজন করবে লস অ্যাঞ্জেলেস। ১৯৩২ সালের পর ১৯৮৪ সালে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে'র স্বাগতিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল শহরটি। লস অ্যাঞ্জেলেসে দিনের ব্যস্ততম সময়ে কিছুটা পথ যেতেই এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় লেগে যায়। তবে ১৯৮৪ সালে তখনকার নগর কর্তৃপক্ষ দারুণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুব একটা যানজট পোহাতে হয়নি।

৪০ বছর আগের আয়োজনের বিষয়টি মাথায় নিয়ে ২০২৮ অলিম্পিক আয়োজন করতে চান মেয়র ব্যাস, '১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল ভয়ানক যানজট হবে। কিন্তু তা না হওয়া আমাদের কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। কারণ, ১৯৮৪ সালে আজকের মতো প্রযুক্তি ছিল না।' প্যারিস অলিম্পিকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে এখানে ক্লিক করুন প্যারিস অলিম্পিক সফলভাবে আয়োজন করতে শহরের কয়েক হাজার গৃহহীন মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস কর্তৃপক্ষও এমনটা করবে কি না—এমন প্রশ্নে ব্যাস বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য অলিম্পিকের আগেই লস অ্যাঞ্জেলেসের আনুমানিক ৭৫ হাজার ৫০০ গৃহহীন মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। আমরা তাদের রাস্তা থেকে তুলে আনব।' প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ করোনাকালে ঘরে বসেই কাজ করেছেন। যানজট এড়াতে ২০২৮ অলিম্পিকেও 'মহামারি স্টাইলে' ফিরে যেতে চান ব্যাস।

আজ রাতে প্যারিস অলিম্পিকের সমাপনীর পরেই লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ক্ষণগণনা শুরু হবে। সব ঠিক থাকলে ২০২৮ সালের ১৪ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত হবে সেই আসর।

২০২৮ সালেও চমকের কোনো কমতি থাকবে না বলে জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের চেয়ারম্যান ক্যাসে ওয়াসারম্যান, 'আমাদের আইফেল টাওয়ার নেই, তবে হলিউড সাইন আছে। আমাদের ভেন্যুগুলোও অবিশ্বাস্য। ভৌগোলিক দিক থেকেও আমরা দারুণ অবস্থানে আছি। আগামীকালই (প্যারিস অলিম্পিকের সমাপনী অনুষ্ঠানে) মানুষ এটা অনুভব করতে পারবে।'

সোনা জিতে রোনালদোকে মনে করালেন দুই পর্তুগিজ সাইক্লিস্ট

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিকের শুরুর দিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো উদ্‌যাপন করে আলোচনায় এসেছিলেন জাপানের ভলিবল তারকা ইউজিজি নিশিদা। জাপানের হয়ে সেদিন পয়েন্ট পাওয়ার পর রোনালদোর বিখ্যাত 'সিউ' উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন নিশিদা। আর এবার একই উদ্‌যাপনে আলোচনায় রোনালদোর স্বদেশি দুই সাইক্লিস্ট ইউরি লেইতাও এবং রুই অলিভিয়েরা। সিউ উদ্‌যাপন হচ্ছে গোল করার পর কিছুটা দৌড়ে গিয়ে শূন্যে লাফিয়ে শরীর মুচড়ে নামার সময় আড়াআড়িভাবে হাত দুটো শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনা। উদ্‌যাপনের সময়ে রোনালদোকে মুখে 'সিউ' বলে চিৎকারও দিতে দেখা যায়। ফুটবল-দুনিয়ায় এই উদ্‌যাপন এখন ট্রেডমার্কে পরিণত হয়েছে।

রোনালদো শুরু করলেও দ্রুত অন্য ফুটবলারদেরও এই উদ্‌যাপনে মেতে উঠতে দেখা যায়। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো এবং আলেহান্দ্রো গারনাচোদের মতো অনেকেই এর আগে এমন উদ্‌যাপন সেরে আলোচনায় আসেন। এরপর ধীরে ধীরে এই উদ্‌যাপন ফুটবলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এবারের অলিম্পিকেই যেমন একাধিক অ্যাথলেট এই উদ্‌যাপনে মনে করিয়ে দিয়েছেন 'সিআর সেভেন'কে।

ভলিবল তারকা নিশিদার উদ্‌যাপনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। একইভাবে উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় ইকুয়েডরের অ্যাথলেট ব্রায়ান দানিয়েল পিনতালদোকে। আর এবার উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে মনে করালেন লেইতাও এবং অলিভিয়েরা। সোনা জয়ের পর দুজনই মেতে ওঠেন রোনালদোর 'সিউ' উদ্‌যাপনে। এই উদ্‌যাপন দিয়ে নিজেদের দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলেটকে শ্রদ্ধাও জানালেন তাঁরা।

ট্র্যাক সাইক্লিংয়ে ছেলেদের ম্যাডিসন ফাইনালের লড়াইয়ে ইতালির সিমিওনে কোনসোনি এবং এলিয়া ভিভিয়ানিকে পেছনে ফেলে সোনা জিতেছেন লেইতাও ও অলিভিয়েরা। আর এ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ডেনমার্কের মিশেল মোরকোভ এবং নিকলাস লারসেন।

সোনা জয়ের পর উচ্ছ্বসিত অলিভিয়েরা বলেছেন, 'আমি ভাষাহীন। এই পুরো ব্যাপারটি আমার জন্য স্বপ্নের মতো। আমার মনে হচ্ছে না এটা সত্যিই ঘটেছে। আমার জীবনে একটা একক রেসও জিততে পারিনি। অনেক হতাশা পার করে এই মুহূর্ত এসেছে। কেউ যদি আমাকে বলত, আমি আমার প্রথম রেস অলিম্পিকে জিতব, আমি বলতাম তুমি কি মজা করছ।'

পাকিস্তান সফরের বাংলাদেশ দলে সাকিবও

আপনজন ডেস্ক: সাকিব আল হাসানকে রেখেই পাকিস্তান সফরের জন্য টেস্ট দল ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নাজমুল হাসান শান্তর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করে বিসিবি। বর্তমানে সাকিব দেশে নেই। তিনি সরাসরি পাকিস্তানে যোগ দেবেন দলের সঙ্গে অনুশীলনে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট স্কোয়াড- নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, জাকির হাসান, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, লিটন কুমার দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, নাইম হাসান, নাহিদ রানা, শরিফুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ।

চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রীতি ম্যাচে জয়ী সাংবাদিক একাদশ

অমরজিৎ সিংহ রায়●বালুরঘাট

আপনজন ডেস্ক: চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রীতি ম্যাচে জয়ী সাংবাদিক একাদশ। খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, বালুরঘাট ক্রিকেটার একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক দিবসীয় চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। বালুরঘাট টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সাংবাদিক একাদশ ও চেয়ারম্যান একাদশের মধ্যে একটি সম্প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রীতি ম্যাচে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাব ও জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা।

প্রথমে ব্যাট করে নির্দ্ধারিত ৫ ওভারে চেয়ারম্যান একদশ ৩১রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাংবাদিক একাদশ ৩ ইউকেট হারিয়ে এই রান সংগ্রহ করে ফেলে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**